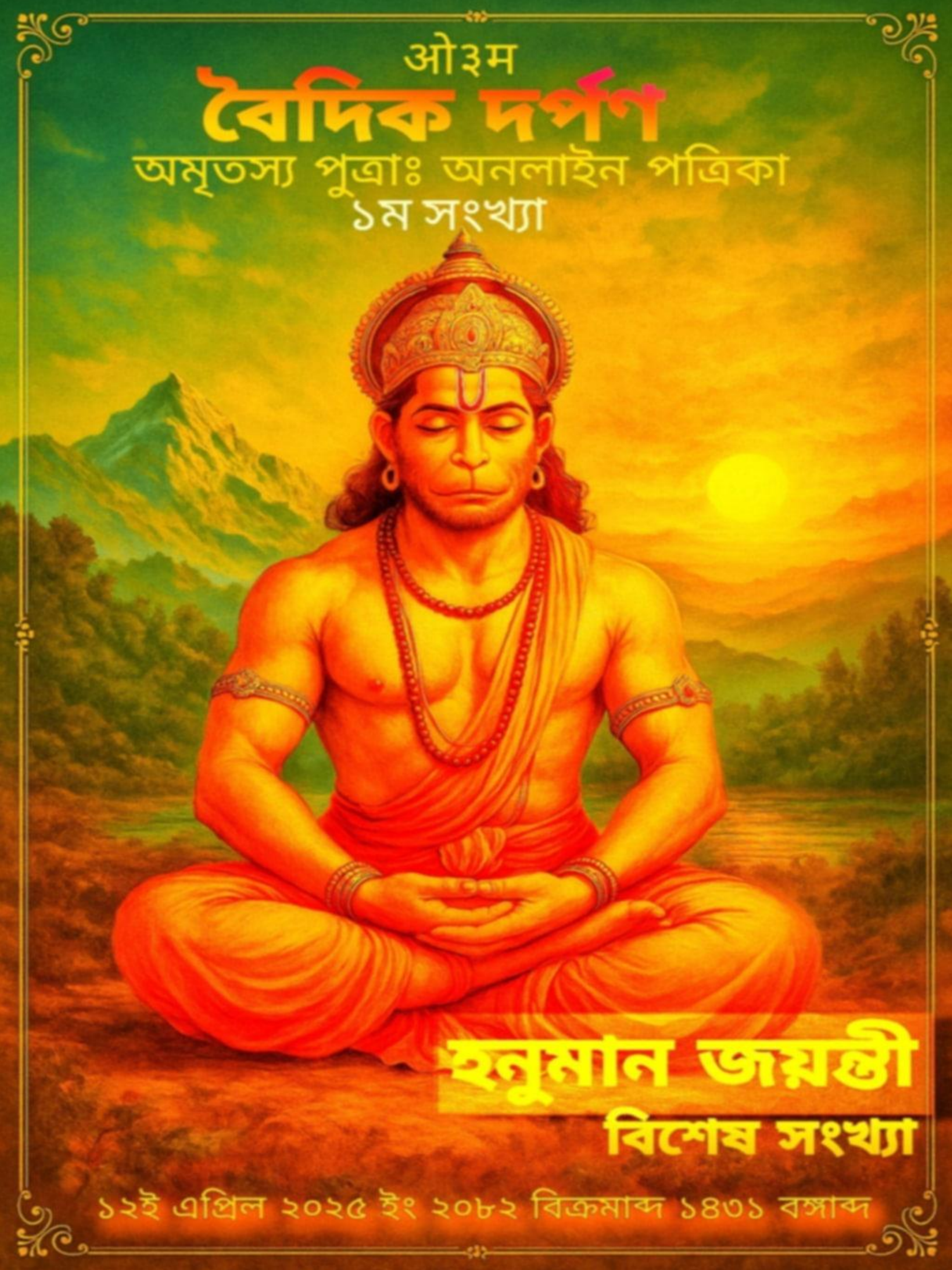
ओ३म
বৈদিক দর্পণ
অমৃতস্য পুত্রাঃ অনলাইন পত্রিকা
১ম সংখ্যা
হনুমান জয়ন্তী
বিশেষ সংখ্যা
১২ই এপ্রিল ২০২৫ ইং ২০৮২ বিক্রমাব্দ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বৈদিক দর্পণ

প্রথম সংখ্যা

হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে
বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদক
প্রিয়রত্ন বিদ্যার্থী

প্রচ্ছদ
সুচন্দন বাড়ই

প্রকাশক
অমৃতস্য পুত্রাঃ প্রকাশনী

"অমৃতস্য পুত্রাঃ"
ইমেলঃ amritasyaputrah.bd@gmail.com
ফেইসবুক পেইজঃ https://www.facebook.com/amritasyaputrah.bd
ব্লগ লিংকঃ https://aryapsbd.blogspot.com/?m=1

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
অমৃতস্য পুত্রাঃ কতৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত যেকোন মাধ্যমে বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ নিষিদ্ধ

সম্পাদকীয়

অমৃতস্য পুত্রাঃ দ্বারা প্রকাশিত 'বৈদিক দর্পণ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত ও গর্বিত অনুভব করছি। আশা করছি এই পত্রিকা দ্বারা সকলে লাভবান হবেন। ক্রমান্বয়ে আমাদের এই পত্রিকা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষে প্রকাশিত হতে থাকবে। এই পত্রিকায় যারা লেখা , অনুবাদ দিয়েছে তথা প্রচ্ছদকার তাদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আশা করি তারা বারংবার এই কার্য্য করিতে থাকিয়া সকলে উপকারে নিয়োজিত থাকবেন।

প্রিয়রত্ন বিদ্যার্থী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. হনুমান কি বাঁদর ছিল!	1
২. হনুমানজীর পাঁহাড় উঠিয়ে নিয়ে আসা	7
৩. বৈদিক অভিবাদন “নমস্তে”!	8
৪. দেবরাজ ইন্দ্র	19
৫. মহর্ষি দয়ানন্দকৃত বেদভাষ্যের বিশেষতাসমূহ	24
৬. স্বাহা শব্দের অর্থ	27
৭. স্বামী দর্শনানন্দ সরস্বতী	29
৮. প্রশ্নোত্তর পর্ব	33

হনুমান কি বাঁদর ছিল!

✍প্রিয়রত্ন বিদ্যার্থী

পবনসুত হনুমান, রামায়ণের এক বহুল আলোচিত চরিত্র। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তির এক অনন্য দৃষ্টান্ত, প্রভুভক্তির এক মূর্তিমান স্বরূপ। বহুকাল ধরেই হনুমানজীর কথিত ভক্তরা তাঁকে বাঁদর (monkey) বলে মনে করেন এবং মান্যতার সহিত মিথ্যাভক্তি ও প্রচার করেন। মূলত বানর শব্দ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে রামায়ণে সেটার বিচার করা এখানে আবশ্যক। সাধারণত রূঢ় অর্থে বানর অর্থ বাঁদর,বান্দর (monkey) বুঝায়। কিন্তু যোগরূঢ় অর্থে "বানর" শব্দ দ্বারা 'বন মধ্যে উৎপন্ন হওয়া অন্ন ভোজনকারী' বুঝায় । যেমন পর্বত অর্থাৎ গিরিমধ্যে অবস্থানকারী এবং সেখানকার অন্ন গ্রহনকারী কে "গিরিজন" বলে। তেমনই বন মধ্যে উৎপন্ন হওয়া অন্ন ভোজনকারী ও অবস্থানকারীকে 'বানর' বলা হয়। হনুমান এবং তাঁহার স্বজনরা বনমধ্যে উৎপন্ন হওয়া ফলমূলাদি ভোজন করতেন এবং অবস্থান করতেন তাই তাঁদেরকে 'বানর' বলা হতো। আমরা কিছু প্রশ্ন-সমাধানের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি যে হনুমান বাঁদর/বান্দর (monkey) ছিল অথবা মনুষ্য!

১. (ক) বাঁদর কি মানুষের মতো কথা বলতে পারে?
(খ) বাঁদর কি লেখা-পড়া করে উচ্চকোটির বিদ্বান্ হতে পারে?

বাঁদর (monkey) মনুষ্যের ন্যায় কথা বলতে পারেনা, এটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ। এটি সাধারণ হইতে বিজ্ঞানমনস্ক ব্যাক্তিরাও মানেন যে, বাঁদর (monkey) মনুষ্যের ন্যায় কথা বলতে পারে না এবং পারতোও না। আর কোন বাঁদর (monkey) লেখা-পড়া করে উচ্চকোটির বিদ্বান্ হতে পারে এটি হাস্যকর ছাড়া আর কিইবা ভাববে বিবেক-বুদ্ধির ব্যবহার করতে জানা মনুষ্যজন! কিন্তু রামায়ণে দেখা যায় হনুমান মনুষ্যের ন্যায় কথা বলতেন এবং উচ্চকোটির বিদ্বান্ ব্যক্তিও ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ম্ ঋচ্যমূক পর্বতে হনুমানের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারে কথন করে, ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলেছেন -

নানৃগ্বেবেদবিনীতস্য নাযজুর্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবম্ প্রভাষিতুম্॥

বাল্মীকি রামায়ণ-৪/৩/২৮

অনুবাদ : এই হনুমান উচ্চকোটির বিদ্বান্ ব্যক্তি, কেননা ঋগ্বেদ অধ্যয়নে অনভিজ্ঞ, যজুর্বেদের জ্ঞানহীন এবং সামবেদের বোধ শূণ্য ব্যক্তি এরূপ পরিষ্কৃত কথন করতে পারবেন না।

নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥

বাল্মীকি রামায়ণ-৪/৩/২৯

অনুবাদ : নিশ্চয়ই তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্র অনেকবার অধ্যয়ন করেছেন, কারন এই যে - এতক্ষণ যাবৎ কথনের মধ্যে তিনি কোন ত্রুটিই করেননি।

শুধু তাহাই নয় একজন সত্যিকারের উত্তম মনুষ্যের গুণসম্পন্ন ছিলেন হনুমান। তা তাঁহার কথনের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রও বলেছেন -

ন মুখে নেত্রয়োর্বাপি ললাটে চ ভ্রুবোস্তথা।
অন্যেষ্বপি চ গোত্রেষু দোষঃ সংবিদিতঃ ক্বচিত্॥

বাল্মীকি রামায়ণ-৪/৩/২৯

অনুবাদ : বাক্য প্রয়োগ কালে তাঁহার মুখ, নেত্র, ললাট, ভ্রমধ্যে তথা অপর কোন অঙ্গেই বিন্দুমাত্রও কোন বিকার বা দোষ দেখা যায়নি।

অবিস্তরমসন্দিগ্ধমবিলম্বিতমদ্রুতম্।
উরঃস্থং কণ্ঠগং বাক্যং বর্ততে মধ্যমে স্বরে॥

বাল্মীকি রামায়ণ-৪/৩/৩১

অনুবাদ : তাঁহার ভাষণ সংক্ষিপ্ত, পরন্তু সন্দেহরহিত। নিজ কথন ব্যক্ত করার সময় না তো শীঘ্রতা করেছে আর না বিলম্ব করেছে। তাঁহার হৃদয়ের বাক্য যখন কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, তখন তাঁহার স্বর না উচ্চ হতো আর নাতো খুব নিম্ন হতো, অপিতু মধ্যম স্বর হতো।

সংস্কারকমসম্পন্নামদ্রুতামৰিলম্বিতাম্।
উচ্চারয়তি কল্যাণীং বাচং হৃদয়হারিণীম্॥

বাল্মীকি রামায়ণ-৪/৩/৩২

অনুবাদ : তাঁহার বাণী ব্যাকরণ দ্বারা সংস্কারিত, ক্রম সম্পন্ন তথা না তো খুবই ধীরে বলেছে আর নাতো খুব শীঘ্র বলেছে। তাঁহার বাণী (বাক্য) হৃদয়কে হর্ষিত করার মতো এবং খুবই মধুর।
হনুমান ছিলেন সর্বশাস্ত্রবিশারদ (বাল্মীকি রামায়ণ-৪/৫৪/৫)

স্বয়ম্ হনুমানজী অশোক বাটিকা মধ্যে সীতাকে নিজ পরিচয় দেবার পূর্বে চিন্তা করলেন যে-

যদি বাচম্ প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণম্ মন্যমানা মাম্ সীতা ভীতা ভবিষ্যতি॥

(বাল্মীকি রামায়ণ -৫/৩০/১৮)

অনুবাদ : যদি আমি দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) ন্যায় পরিমার্জিত সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করি তাহলে আমাকে রাবণ ভেবে, সীতা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে।
[তাই এমন কোন উপায় খুঁজতে হবে যা দ্বারা মাতা সীতা আমার কথাও শুনবে কিন্তু ভয়ে ভীত হবে না]

এর দ্বারা প্রমাণিত যে হনুমানজী মহান্ বিদ্বান্ ব্যাক্তি ছিলেন। তিনি ব্যতিতও অন্য সুগ্রীব, অঙ্গদ ও তারা

সহ অনেক বানরই বৈদিক বিদ্বান্ ছিলেন। অঙ্গদ সম্পর্কে স্বয়ম্ হনুমানজী বলেছেন -

বুদ্ধ্যা হ্যষ্টাঙ্গয়া যুক্তম্ চতুর্বলসমন্বিতম্।
চতুর্দশ গুণম্ মেনে হনুমান্ বালিনঃ সুতম্॥

(বাল্মীকি রামায়ণ -৪/৫৪/২)

অনুবাদ : বালীপুত্র অঙ্গদ অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিসম্পন্ন, চার প্রকার বলযুক্ত এবং রাজনীতির চৌদ্দ প্রকার গুণে সমলঙ্কৃত।

- **বুদ্ধির অষ্ট অঙ্গ :** ১.শ্রবণ করার ইচ্ছা, ২.শ্রবণ করা, ৩.বুঝা, ৪.শ্রবণ করে ধারণ করা,
- ৫.উহাপোহ করা , ৬.অভিপ্রায় জানা , ৭.বিজ্ঞান, ৮.তত্বজ্ঞান।
- **চার প্রকার বল :** ১.শাম, ২.দান, ৩.ভেদ, ৪.দণ্ড।
- অথবা - ১.বাহুবল, ২.মনোবল, ৩.উপায়বল, ৪.বন্ধুবল।
- **রাজনীতির চৌদ্দ গুণ :** ১.দেশ কালের জ্ঞান, ২.দৃঢ়তা, ৩.কষ্টসহিষ্ণুতা, ৪.সর্ববিজ্ঞানতা, ৫.দক্ষতা, ৬.উৎসাহ, ৭.মন্ত্রগুপ্তি, ৮.একবাক্যতা, ৯.শুরতা, ১০.ভক্তিজ্ঞান, ১১.কৃতজ্ঞতা, ১২.শরনাগতবৎসলতা, ১৩.অমর্ষিত্ব = অধর্মের জন্য অসহিষ্ণুতা, ১৪.অচপলতা = গম্ভীরতা।

এত গুণ বানরের তো দূরের কথন, বর্তমান কোন এক মনুষ্যের মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ হয়। এত আধুনিক যুগের বাঁদরের যেখানে এত গুণ নেই তাহলে পূর্বকালীন বাঁদর (monkey) কি এত গুণসম্পন্ন হতে পারে?

২. বাঁদরের কি মানুষের মতো আলাদা আলাদা নাম থাকে?

আমরা সকলেই জানি যে, মানুষের ন্যায় বানরদের আলাদা আলাদা নাম থাকেনা। কিন্তু রামায়ণে উল্লেখিত বানরদের আলাদা আলাদা নাম ছিল, যেমন -

ক. সুগ্রীব (বাল্মীকি রামায়ণ -৪/২/১)
খ. হনুমান (বাল্মীকি রামায়ণ -৪/২/১৩)
গ. বালী (বাল্মীকি রামায়ণ -৪/২/১৪)
ঘ.অঙ্গদ (বাল্মীকি রামায়ণ -৪/৫৪/১)
ঙ.তারা (বাল্মীকি রামায়ণ -৪/১৫/৬)........

অনেকেই হয়তো বলতে পারেন যে, যারা বানর খেলা দেখায় তারা তো নিজেদের পোষা বাঁদরের আলাদা আলাদা নাম রাখেন, তো এক্ষেত্রে এইসকল কথন গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা উপরোক্ত নামের বানরেরা কারো পোষ্য ছিলনা, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়না।

৩. বাঁদর কি রাজা, রাজকুমার, মন্ত্রী হতে পারে?

রাজা, রাজকুমার, মন্ত্রী এইসকল যে কেবল মানুষই হয় /হয়েছিল সেটা সকলেই জানে এবং মানে। বাঁদরের দ্বারা রাজা,মন্ত্রী আদি হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু রামায়ণে উল্লেখিত বানরদের, রাজা-রাজকুমার-মন্ত্রী হিসেবে বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন -

ক. 'বালী' ছিলেন কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের রাজা।

খ. 'অঙ্গদ' ছিলেন কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের রাজকুমার।(বাল্মীকি রামায়ণ -৪/১৫/১৫)

গ. 'সুগ্রীব'ও ছিল কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের রাজা।

ঘ. 'হনুমান' ছিলেন সুগ্রীবের মন্ত্রী।

ঙ. 'তারা' ছিলেন কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের রানী।........

উপরোক্ত লিখার তথ্যসূত্র-(বাল্মীকি রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)

এই সকল বিভ্রান্তি তাদেরই হয়, যে বা যাহারা রামায়ণে উল্লেখিত হনুমানজী সহ অন্য বানরদের বাঁদর বলে মনে করেন। আমাদের আর্যদের মনে এমন বিভ্রান্তি উৎপন্ন হয় না কারণ আমরা জানি এবং মানি যে, রামায়ণে উল্লেখিত বানরেরা আমাদের ন্যায়ই মনুষ্য, কোন বাঁদর নয়। তাছাড়া মহাভারতেও - যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞের নিমিত্তে সহদেব যখন দক্ষিণ দিশায় রাজ্যজয় করতে যান, তখন কিষ্কিন্ধ্যার বানর রাজার নিকট হইতেও রত্ন আদি কর নিয়েছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায় , এবং দেখা যায় যে বানরদের **"মহাত্মানৌ"** শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। (মহা০ সভা০ ৩১/১৭-২০)

৪. বানরের যেরূপ লেজ থাকে, হনুমানেরও সেরূপ লেজ ছিল বলিয়া রামায়ণে প্রমাণ আছে। এই বিষয়ে কি বলবেন?

উপরোক্ত তথ্য দ্বারা অন্তত এটা তো প্রমাণিত হয়েছে যে, রামায়ণে উল্লেখিত বানরেরা বাঁদর/বান্দর ছিলনা। তাঁরাও আমাদের ন্যায় মনুষ্য দেহধারী ছিল এবং তাঁহারা মহামানব ছিল। লেজ তো ছিল তাঁদের আভূষণ। রাবণের সহিত হনুমান যখন কথা বলছিল তখন এক পর্যায়ে রাবণ বলেছেন -

কপিনাং কিল লাঙ্গুলমিষ্টং ভবতি ভূষণম্॥

(বাল্মীকি রামায়ণ -৫/৫৩/৩)

অর্থাৎ বানর জাতি লোকের জন্য তাদের **'লাঙ্গুল'** খুবই প্রিয় এবং উত্তম আভূষণ।

আভূষণ যে আভূষণধারী ব্যক্তি হইতে আলাদা কিছু তা আমরা সকলেই জানি। জগদীশ্বরানন্দ সরস্বতী রামায়ণ ভাষ্যের টিপ্পনীতে লিখেছেন - **'লাঙ্গুল'** ছিল বানরজাতির রাষ্ট্রীয় চিহ্ন, ইহাকে তাঁহারা খুবই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন তথা ইহার অপমানকে জাতীয় অপমান মনে করতেন। রাবণ ইহাকেই জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছিলেন-(বা০ রা০-৫/৫৩/৪)। লাঙ্গুল বানরের লেজ সদৃশই ছিল, যা হনুমান ধারণ করেছিলেন। কিন্তু তা হনুমান সহ অন্য বানরজাতির শরীরের বাস্তবিক অঙ্গ ছিলনা।

➢এই বিষয়ে, গবেষক 'ডা. শান্তিকুমার নানুরাম ব্যাস' লিখেছেন -

বানরদের সংস্কৃতিকে মহান এবং সমুন্নত অঙ্কিত করা হয়েছে। সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক তথা বালীর অন্ত্যেষ্টি দুইই বৈদিক বিধিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। সুগ্রীব, হনুমান তথা অঙ্গদের যে প্রভাবশালী চিত্রণ কবি [বাল্মীকি মুনি] করেছেন তা তাঁদের মহান সংস্কৃতির সূচক। বানরদের সম্পত্তি-বৈভব, বসনাভরণ, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম তথা সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংগঠনের বর্ণন হতে স্বাভাবিক নিষ্কর্ষ ইহাই হয় যে, রামায়ণকার রামের সহযোগীদের বস্তুত বানর (বাঁদর) মানতেন না।

এই জাতির যে নামের উল্লেখ রামায়ণে রয়েছে তার মধ্যে 'বানর' শব্দ ১০৮০ বার প্রযুক্ত হয়েছে, এবং এর পর্যায়রূপে- 'বনগোচর', 'বনকোবিদ', 'বনচারী', 'বনৌকস' শব্দ রয়েছে। এর দ্বারা এটা স্পষ্ট যে 'বানর' শব্দ বাঁদরের সূচক নয় বরং বনবাসীর দ্যোতক। এর ব্যুৎপত্তি এইপ্রকার করা উচিৎ - বনসি (অরণ্যে) ভব চরো বা ইতি বানর = বনৌকস, আরণ্যক। বানরদের জন্য 'হরি' শব্দ ৫৪০ বার, প্লবগ শব্দ ২৪০ বার, কপি শব্দ ৪২০ বার প্রযুক্ত হয়েছে।...............

রামায়ণে উল্লেখিত বানরদের মনুষ্য মানতে সবথেকে বড় বাধক এই লেজ। কিন্তু সূক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, এই লেজ, হাত-পায়ের মতো শরীরের অভিন্ন অঙ্গ না হয়ে বানরদের এক বিশিষ্ট জাতীয় নিশান ছিল, যা আলাদা লাগানো হতো শরীরে। সেজন্যই হনুমানের লেজে আগুন লাগানোর পরেও, হনুমানের শারীরিক কোন কষ্ট অনুভব হয়নি।....

রামায়ণ-কালীন সমাজ/পৃষ্ঠা-৭১,৭২
প্রকাশকাল : ১৯৫৮

➢রামায়ণে উল্লেখিত বানরেরা মনুষ্য হওয়া সত্ত্বেও বানর বলার কারণ হিসেবে আরো একটি তথ্য গবেষক ক্ষিতিমোহন সেন এম. এ. লিখেছেন-

আর্যদের পূর্ববর্তী অনেকেই নিজ পরিচয় কোন জীব-জন্তু অথবা বৃক্ষ-লতা আদির নাম দ্বারা দিয়ে থাকতেন।....নানা দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে এক বিশেষ চিহ্ন বা লাঞ্ছন দ্বারা পরিচয় দেওয়ার রীতি দেখা যায়। এই চিহ্ন সাধারণত কোন জীব-জন্তুর হয় নয়তোবা বৃক্ষ-লতা এবং পুষ্পের হয়। যে বস্তু চিহ্ন বা লাঞ্ছন রূপে ব্যাবহার হয়, সেই বস্তু সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের বস্তু। ইংরেজিতে ইহাকে টোটেম (Totem) বলা হয়। ছোটকালে রামায়ণে- বানর এবং ভাল্লুককে মনুষ্যোচিত ব্যাবহার করতে দেখে, বড় কৌতূহল হতো। বড় হয়ে বুঝতে পারলাম এখনো নিজেকে বানর এবং ভাল্লুকের বংশধর পরিচয় দেয় এমন লোক এদেশে আছে। আরো পরে বুঝতে পারলাম এইসব টোটেরই ব্যাপার।

ভারতবর্ষমেং জাতিভেদ /পৃষ্ঠা-১০৫
প্রকাশকাল : ১৯৪০

রামায়ণেই দেখা যায়, হনুমানের সহিত মাতা সীতা প্রথম কথনের শুরুতে হনুমানকে বলেছেন -

সুরাণাম্ অসুরাণাম্ চ নাগ গন্ধর্ব রক্ষসাম্।
যক্ষাণাম্ কিন্নরাণাম্ চ কা ত্বম্ ভবসি শোভনে॥

বাল্মীকি রামায়ণ-৫/৩৩/৫

অর্থাৎ হে শোভনে! সুর, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস,কিন্নরের মধ্যে আপনি কোন কুলের।

দেখুন যদি হনুমান বানরই হতো তাহলে এটা জিজ্ঞেস করার কি আছে যে - সে নাগ, কিন্নরাদি কিনা? আবার এখানে মানুষ কিনা তাও জিজ্ঞেস করেনি। করার কথাও নয়, কেননা কোন মনুষ্য অন্য কোন মনুষ্যের পরিচয় জানতে কি জিজ্ঞেস করে তুমি কি মানুষ অথবা সর্প, বানর, পাখি কিনা?

তাছাড়াও মহাভারতেও বিভিন্ন জাতির নাম উল্লেখ পাওয়া যায় । যারা মনুষ্য কিন্তু জাতির নাম কোন পশু-পাখি আদির নামে। মহাভারত/ভীষ্মপর্ব/নবম অধ্যায়ের ৫৬-৬৫ শ্লোকে - কুকুর, কাক..... ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য নামের উল্লেখ রয়েছে।

জাতি বলতে কি বুঝিয়েছেন?

মহর্ষি গৌতম প্রণীত নায়দর্শন-২/২/৭১ সূত্রের ভাষ্যে, স্বামী দর্শনানন্দ সরস্বতী একটি প্রশ্নোত্তর লিখেছেন জাতি বিষয়ে। যথা-

প্রশ্ন- জাতি কত প্রকার?

উত্তর : জাতি দুই প্রকার। ১.সামান্য ২.বিশেষ। যেমন মনুষ্য জাতি সামান্য, এর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বা শ্বেত-কৃষ্ণাদি, বা দেশভেদ অথবা আচার ভেদের জন্য অবান্তর জাতি তৈরি হয়।

এখানে জাতি বলতে জাতির বিশেষ অর্থটিই বুঝানো হয়েছে।

হনুমানজীর পাঁহাড় উঠিয়ে নিয়ে আসা

✍স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতী

অনুবাদক: বিশাল আর্য

রণভূমিতে রাবণ দ্বারা নিক্ষেপ করা শক্তিতে আহত হয়ে লক্ষ্মণের মরণাসন্ন হয়ে যাওয়া এবং হনুমান দ্বারা নিয়ে আসা সঞ্জীবনী নামক ওষধি দ্বারা সুস্থ হয়ে যাওয়া সর্ববিদিত।পরন্তু এর পূর্বে হওয়া এই প্রকারের দুর্ঘটনার জ্ঞান প্রায়ঃ লোকের নেই। এক দিন ইন্দ্রজিৎ (মেঘনাদ) ব্রহ্মাস্ত্র এর আশ্রয় নিয়ে সম্পূর্ণ বানর সেনা কে অজ্ঞান করে দেয়। অজ্ঞান হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রাম এবং লক্ষণও ছিলেন। জাম্ববান্ কিছুটা চেতন অবস্থায় ছিলো। বিভীষণ এবং হনুমান তার কাছে পৌঁছায় এবং তাকে এই স্থিতি অবগত করায়। তখন জাম্ববান্ হনুমান্ কে বলেন যে তুমি বানোর সেনাকে বাঁচাতে পারো,কারণ তুমি সমুদ্রের উপর সুদীর্ঘ মার্গ পার করে হিমালয় পর্যন্ত পৌঁছতে পারো। সেখানে তুমি ঋষভ নামক উত্তম পর্বত এবং কৈলাশ শিখর দেখবে-

তয়োঃ শিখরয়োর্মধ্যে প্রদীপ্তমতুলপ্রভম্।
সর্বৌষধিয়ুতং বীর দ্রক্ষ্যস্যৌষধিপর্বতম্॥৩১॥
তস্য বানরশার্দূল চতস্রো মূর্ধ্নি সম্ভবাঃ।
দ্রক্ষ্যস্যোষধয়ো দীপ্তা দীপয়ন্ত্যো দিশো দশ॥৩২॥
মৃতসঞ্জীবনীঞ্চৈব বিশল্যকরণীমপি।
সাবর্ণ্যকরণীঞ্চৈব সন্ধানকরণী তথা॥৩৩॥
তাঃ সর্বা হনুমন্ গৃহ্য ক্ষিপ্রমাগন্তুমর্হসি।
আশ্বাসয় হরীন্ প্রাণৈর্যোজ্য গন্ধবহাত্মজ॥৩৪॥

হে বীর! সেই দুই শেখরের মধ্য দেদীপ্যমান, অনুপম, সর্বোপধিয় যুক্ত ওষধি শিলাখণ্ড দেখবে। সেই ওষধি শিলাখন্ডের চূড়ায় উৎপন্ন হইয়া চার জাজ্বল্যমান ওষধি দেখবে। মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী এবং সন্ধানকরণী এই চার ওষধিকে তুমি দেখবে। হে হনুমান,এই ওষধিগুলো শীঘ্রই নিয়ে আসতে তুমি সক্ষম। সেই ওষধি দিয়ে তুমি সকলকে প্রাণের সাথে যুক্ত করে দাও। জাম্ববানের বচনে প্রোৎসাহিত হয়ে হনুমান হিমালয় গিয়ে পৌছায়–

স তং সমীক্ষ্যানল রশ্মিদীপ্তং বিসিষ্মিয়ে বাসবদূতসূনুঃ।
আবৃত্য তং চোষধিপর্বতেন্দ্রং তত্রোষধীনাং বিচয়ং চকার॥৬২॥
ততো মহাত্মা নিপপাত তস্মিন্ শৈলোত্তমে বানরসৈন্যমধ্যে।
হর্যুতমেভ্যঃ শিরসাভিবাদ্য বিভীষণং তত্র চ সস্বজে চ॥৭২॥
তাবপ্যুভৌ মানুষরাজপুত্রৌ তং গন্ধমাঘ্রায় মহৌষধীনাম্।
বভূবতুস্তত্র তদা বিশল্যাবুত্তস্থুরন্যে চ হরিপ্রবীরাঃ॥৭৩॥

(যুদ্ধ০ সর্গ-৭৪)

হনুমান সেই পর্বত কে দেখে বিস্মিত হয়ে যায় এবং শীঘ্রই ওষধি নির্বাচন করতে শুরু করেন। এর পশ্চাৎ সে ওই উত্তম পর্বতে বানরদে মধ্যে প্রবেশ করে এবং বরিষ্ঠ বানরদের অভিবাদন করে বিভীষণ এর সাথে সাক্ষাৎ করে। মহৌষধির গন্ধ দ্বারা রাম-লক্ষ্মণ এবং অন্যান্য সকলে পীড়ামুক্ত হয়।

কিছু সময় পর একবার আবার একই ঘটনা ঘটে। এইবার রাবণ লক্ষণকে লক্ষ্য করে শক্তি প্রয়োগ করে। এই শক্তি এতটা ভয়নক ছিলো যে লক্ষ্মণের শরীর ভেদ করে ভূতলে প্রবেশ করে। লক্ষণকে সাপের মতো ছটপটাতে দেখে শ্রী রাম ধৈর্য হারিয়ে বললেন- " যখন আমি আমার ভাই লক্ষ্মণকে মৃত অবস্থায় দেখছি, তো এখন না আমার যুদ্ধের প্রয়োজন, না রাজ্যের, না সীতার প্রতি এবং না নিজের জীবন প্রতি। তখন রামকে ধৈর্য দান করে সুষেণ বললেন–

ন মৃতোঽয়ং মহাবাহো লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবর্ধনঃ।
ন চাস্য বিকৃতং বক্ত্রং নাপি শ্যামং ন নিষ্প্রভম্॥১৫॥
এবং ন বিদ্যতে রূপং গতাসূনাং বিশাং পতে।
দীর্ঘায়ুষস্তু যে মর্ত্যাস্তেষাং তু মুখমীদৃশম্॥১৭॥

সর্গ-১০২

হে মহাবাহো! লক্ষণ মারা যায় নি। তার মুখ না বিকৃত হয়েছে,না কালো হয়েছে আর না প্রভাহীন হয়েছে। প্রাণরহিত মনুষ্যের রূপ এমন হয় না। যে মনুষ্য দীর্ঘজীবী হয় তার রূপ এমন হয়। তখন সুষেণ পাশে দাড়িয়ে থাকা হনুমান কে বলেন–

সৌম্য শীঘ্রমিতো গত্বা শৈলমোষধিপর্বতম্।
পূর্বং তে কথিতো যোঽসৌ বীর জাম্ববতা শুভঃ॥২১॥
দক্ষিণে শিখরে তস্য জাতমোষধিমানয়।
বিশল্যকরণীং নাম্না সাবর্ণ্যকরণীং তথা॥২২॥
সঞ্জীবনীমপি বীর সন্ধানীং চ মহৌষধম্।
সঞ্জীবনার্থং বীরস্য লক্ষ্মণস্য ত্বমানয়॥২৩॥
ইত্যেবমুক্তো হনুমান্ গত্বা চোষধিপর্বতম্।
চিন্তামভ্যগমচ্ছ্রীমানজানংস্তাং মহৌষধীম্ ॥২৪॥
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না মারুতেরমিতৌজসঃ।
ইদমেব গমিষ্যামি গৃহীত্বা শিখরং গিরেঃ॥২৫॥

সর্গ-১০২

হে সোম্য বীর ! এখান থেকে শীঘ্রই ওষধিপর্বতে যাও যার বিষয়ে তোমাকে প্রথমে জাম্ববান্ বলেছিলো। তার দক্ষিণ শিখরে উৎপন্ন ওষধি নিয়ে আসো। সেখানে উৎপন্ন বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবনী তথা সন্ধানী নামক প্রসিদ্ধ মহৌষধিয় কে এখানে নিয়ে আসো। তা দ্বারাই লক্ষ্মণের জীবন রক্ষা পাবে।

[**বিশল্যকরণী**= শরীরে প্রবেশ করা বাণ আদি কে বের করে ক্ষতস্থান কে ভরন এবং পীড়া দূর কারী, **সাবর্ণ্যকরণী**= শরীরের ত্বকের পূর্বের মতো রঙ ফিরিয়ে নিয়ে আসে, **সঞ্জীবনী** = মূর্চ্ছা দূর করে চেতনা প্রদান কারী এবং **সন্ধানী**= ভাঙা হাড় জোড়া লাগাতে কার্য্যকারী।]

তাঁর এমন কথা শুনে হনুমান জী ঔষধি পর্বতে গিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু সেই ঔষধি কে চিনতে না পারার কারণে চিন্তায় পড়ে যায়। তখন চিন্তা করেন যে এই পর্বত শিখর কে নিয়েই চলে যাই। এবং তখন তিনি সেই পর্বত শিখর কে তুলে নিয়ে আসে।

পর্বতকে উঠিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। কাব্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত- **'মুখ্যার্থবাধে লক্ষণ'**- যেখানে মুখ্য অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অর্থ সম্ভব হয় না সেখানে লক্ষণা ব্যবহৃত হয়। স্বামী এক সাথে অনেক গুলো সবজি নিয়ে আসায় স্ত্রীর এমন কথন যে আজকে আপনি সমস্ত সবজি মণ্ডী ইত্যাদি উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন, অক্ষরশঃ কে বিশ্বাস করতে পারে? যখন প্রথম বার হনুমান ঔষধিপর্বতে একই ঔষধি কে নিতে যায় তো সেখানে লেখা- **'তত্রোষধীনাং নিচয়ং চকার'** সেখানে হনুমান ঔষধি নির্বাচন করেন। এমনটা প্রতিত হয় যে হনুমানের যখন সন্তোষ না হয় তখন তিনি আসে-পাশের একই অনুরূপ ঔষধির সংরক্ষণ করে বড় আকারের গাঁট বেধে নিয়েছেন হয়তো। সেখানে এটাও লেখা আছে যে লঙ্কা থেকে হিমালয় এর দূরত্ব এক হজার যোজন অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হজার মাইল ছিলো। আপাতকাল (Emergency) তে দশ হাজার মাইল এর দূরত্ব এবং তারপর ত্রিশ হাজার ফিট চওড়া বিমান দ্বারা সম্ভব ছিল। এবং আমি প্রথমে লিখেছি যেমন বর্তমানে শত শত যাত্রীকে বহন করার বড়-বড় বিমানের অতিরিক্ত হেলিকপ্টার এর মতো ছোট-ছোট বিমান রয়েছে, তেমন সেই সময়েও পুষ্পক বিমানের মতো বড় বিমানের অতিরিক্ত বড় বড় ব্যক্তিদের কাছে ছোট-ছোট বিমান ছিলো। এমনি ছোট বিমান দ্বারা হনুমান এই যাত্রা করেছে এবং তার দ্বারা অনেক পরিমাণ ঔষধি গাছ নিয়ে এসেছে হয়তো। একেই প্রৌঢোক্তি অথবা অর্থবাদ এর রূপে পর্বত উঠিয়ে নিয়ে আসা বলেছে হয়তো।

[বিদ্বজ্জন বলেন রামায়ণে যেমন অনেক প্রক্ষিপ্ত শ্লোক যুক্ত করা হয়েছে তেমনই অনেক শ্লোক নিষ্কাশনও করা হয়েছিলো, সেজন্যই অনেক্ষেত্রে যুক্তি তর্ককে আধার করে অনুমান করে বলতে হয়, হয়তো শব্দের ব্যবহার করতে হয়]

বৈদিক অভিবাদন “নমস্তে”!

✍অনুবাদ এবং বাক্য সংযোজন-

ডা. সমর আর্য

বৈদিক সনাতন ধর্মের বেদাদিশাস্ত্র অনুসারে অভিবাদন কি তা আমরা এই লেখনীতে তুলে ধরবো।

“অভিবাদন” প্রথা এই বিশ্ব সংসারের প্রত্যেক সভ্য দেশ, জাতি এবং সমাজে কোনো না কোনো ভাবে বিদ্যমান। একে শিষ্টাচারের একটি অঙ্গ মানা হয়। অভিবাদনের সমানতা এবং উৎকৃষ্টতা যেকোন জাতির সঙ্গশক্তি তথা শিষ্টাচার পূর্ণ জীবনের পরিচায়ক। আর্য জাতিতে একসময়, জাতীয় নামের অনুকূলেই এর এক ‘ অভিবাদন ’ পদ ছিলো। যে পদ দ্বারা আমাদের বেদশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ পরিপূর্ণ, যেটির তুল্য সংসারের কোন জাতি, দেশ বা ভাষাতে দ্বিতীয় সার্থক, ভাবপূর্ণ অভিবাদন নেই, সেই শব্দ বা পদটি হলো **“নমস্তে”**।

দুর্ভাগ্যবশত যেখানে নিজেদের প্রাচীন গৌরবশালী “আর্য” নাম ভূলে আমরা বিভিন্ন নাম এবং সম্প্রদায়ের মায়া জালে ফেঁসে গিয়েছি সেখানে আমরা অনেক অভিবাদন সূচক শব্দ এবং বাক্য সৃষ্টি করেছি। প্রতিটি সম্প্রদায় তথা উপ-সম্প্রদায় নিজ-নিজ পৃথক অভিবাদন সূচক বাক্য তৈরি করে নিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রাম-রাম, জয়রামজী, জয়সীতারাম, জয়শ্রীকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, জয়গুরু, রাধেরাধে, জয়গোপাল, জয়শিব, প্রণাম, দণ্ডবৎ, বন্দে, জয়হিন্দ মুখ্যতঃ অভিবাদন রূপে প্রযুক্ত (ব্যবহার) হয়। আমরা এতেও সন্তুষ্ট হতে পারিনি। বিদেশী অভিবাদনও সনাতনী তথা ভারতীয় শোভা সহর্ষে নিজের করে নিয়েছে।

আসুন জেনে নেওয়া যাক সনাতন শাস্ত্রে অভিবাদন বিষয়ে কি উল্লেখ আছে -

শিষ্ট পুরুষ উঠতে-বসতে, বলতে-চলতে যেসকল নিয়ম পালন করে থাকেন, সেটিকে লৌকিক ভাষায় “শিষ্টাচার ” বলা হয়। “অভিবাদন” এই শিষ্টাচারের এক মূখ্য ভাগ। ভগবান মনু প্রণীত ধর্মশাস্ত্র মনুস্মৃতিতে শিষ্টাচারের নিয়মের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। এর অন্তর্গত অভিবাদন এর মাহাত্ম্য এবং প্রকার নিম্ন শব্দে বর্ণন করা হয়েছে -

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি তস্য বর্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যায়শোবলম্॥ ২ /১২১

যাঁর নমন করা স্বভাব এবং যিনি নিত্য বড়দের সৎকার করেন, তাঁর আয়ু, বিদ্যা, যশ এবং বল এই চার বস্তু বৃদ্ধি হয়।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী জী সত্যার্থ প্রকাশ, ৩য় সমুল্লাসে এর অর্থ নিম্ন প্রকারে করেছেন- যে সর্বদা নম্র, সুশীল, এবং বৃদ্ধসেবী, তাহার আয়ু, বিদ্যা, কীর্তি এবং বল এই চারটি সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি এইরূপ করেনা তাহার আয়ু প্রভৃতি চারিটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।

এটিকে আমরা অতিরঞ্জন মনে করতে পারি, কিন্তু বিচারপূর্বক দেখা যায় তো অভিবাদন অন্যের প্রতি আদর-সৎকার এবং বিনম্রতা প্রকাশ করার এক আবশ্যক প্রকার বা উপায়। এর দ্বারা অন্যের আয়ু, বিদ্যা, যশ তথা বলদ্বারা প্রাপ্ত করা অনুভবের প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে থাকি। তাঁর আশীর্বাদ এবং সৎভাবনা দ্বারাই আমরা তাঁর এই অনুভব হতে লাভ গ্রহণ করতে পারি। তাঁর এই চিরসঞ্চিত অনুভব আমাদের ভবিষ্য জীবনে পথ প্রদর্শন করতে জ্যোতি স্তম্ভের ন্যায় কার্যকরী হয়। আমাদের পূর্বজদের অনুপম সৃষ্টি তাঁর অনুভবের সঞ্চয়ই তো। কিন্তু যিনি অবাধ্য (উশৃংখল) এবং অভিমানী, তিনি এর থেকে বঞ্চিত থাকেন। অতঃপর বিনয়পূর্বক অভিবাদনের উপর্যুক্ত উপদেশ নিরর্থক নয়। অহংকারী এবং অবাধ্য (উশৃংখল) ব্যক্তি কখনো অন্যের কৃপা-ভাজন হতে পারেন না। এমন ব্যক্তি অন্যের অনুভব এবং উপদেশ হতে বঞ্চিত থেকে জীবনে অনেক আপত্তি স্বয়ং আহবান করেন।

অভিবাদনের প্রকার বলতে গিয়ে মনু মহারাজ দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরবর্তী শ্লোকে লিখেছেন -

অভিবাদনপরং বিপ্রো জ্যায়াংসমভিবাদয়ন্।
অসো নামাঽহমস্মীতি ত্বং নামপরিকীর্তয়েত্‌॥ ২।১২২

দ্বিজ নিজের চেয়ে বড়কে নমন (অভিবাদন) করার সময় অভিবাদন সূচক শব্দের পরে " আমি অমুক (আমার নাম অমুক)" আপনাকে নমন করি।

কিছু লোক মনে করেন যে রাম-রাম, জয়গুরু, হরেকৃষ্ণ, জয়শ্রীকৃষ্ণ আদির অর্থ সঠিক সৎকার সূচক না হোক কিন্তু এর দ্বারা অনায়াসেই অনেকবার ঈশ্বর নাম স্মরণ হয়ে যায়। যদিও এগুলোর শব্দার্থ দুটির মধ্যে একটিরও প্রয়োজন সিদ্ধি করে না - যেমন রাম, কৃষ্ণ ঈশ্বর বাচক নয় তা (মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী জী প্রণীত "সত্যার্থ প্রকাশ" এর প্রথম সমুল্লাস অধ্যায়ন করুন) অন্যত্র সিদ্ধ করা হয়েছে, তথাপি যদি এটা মেনেও নেওয়া হয় তো অভিবাদনের সময় ঈশ্বর নাম স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা কি? যা অপ্রাসঙ্গিক।

এইসকল অভিবাদনের , যে পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারি, পুরাণাদি গ্রন্থে কোথাও উল্লেখ নেই। এমন প্রতীয়মান হয় যে, সম্প্রদায় ভুক্ত অশিক্ষিত সাধু-বৈরাগী দ্বারাই এগুলোর প্রচার হয়েছে। অন্যথা শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সমাজে পরস্পরে সাক্ষাতের সময় আজও "নমষ্কার" শব্দের প্রয়োগ হয়,যা "নমস্তে" এর সমীপস্থ।

'ওতম্' এবং ''আর্য' শব্দের শোভা আমাদের সমস্ত বেদ শাস্ত্র, ইতিহাস-পুরাণ 'নমঃ' এবং 'নমস্তে' শব্দ দ্বারা পরিপূর্ণ। আমরা এর প্রমাণ এবং উদাহরণ দেওয়ার পূর্বে ''নমস্তে' এর সুন্দর এবং ভাবপূর্ণ শব্দার্থের উপর বিচার করি। প্রতীয়মান হয় যে আমাদের ঋষিগণ একটি শব্দেই অভিবাদনের সমস্ত গুণ কেন্দ্রীভূত করে দিয়েছেন।

"নমস্তে" শব্দ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় - **"নমঃ + তে"**। **"নমঃ"** পদটি অনেকার্থবাচী। কিন্তু সাধারণত এর প্রসিদ্ধ অর্থ সৎকার, শ্রদ্ধা এবং নমন অর্থাৎ নত হওয়া। **"তে"** শব্দের অর্থ " তোমার জন্য

/ আপনার জন্য। অতঃ "নমস্তে" শব্দের অর্থ হয় " আপনার/ তোমার জন্য নমঃ"। আসুন, এখন আমরা "নমঃ" শব্দের বিস্তৃত অর্থসমূহের উপরও বিচার এবং বিবেচন করি।

- **১.** অমর কোষে **"নমৌ নতৌ"**। **''নমস্" অব্যয় "নতি"** অর্থাৎ কারো সামনে নত হওয়া অর্থে আসে।
- **২.**যাস্কনিঘণ্টু ৩/৫ এ **"নমস্যতি"** এর অর্থ **"পরিচরতি"** অর্থাৎ সেবা করা, সৎকার করা অর্থে করেছেন।
- **৩.** সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে **"ণম্" ধাতুস্তুতৌ** অর্থাৎ সৎকার অর্থ করেছেন।
- **৪.** "তত্ববোধিনী" এর টিপ্পনীতে পণ্ডিত শিবদত্ত জী লিখেছেন - **"অপেকৃষ্টত্ব জ্ঞান বোধনানুকূলো ব্যপারী নমঃ পদার্থঃ"** অর্থাৎ যখন মনুষ্য অন্যের সম্মুখে এমন ক্রিয়া (কার্য) করেন যার দ্বারা তিনি অন্যের চেয়ে ছোট প্রতীয়মান হন, সেই ক্রিয়া নমঃ শব্দের অর্থ। অভিব্যক্তি এই যে যখন অভিবাদনের সময় কেউ অন্যের সম্মুখে নত হয় তো তাঁর চেয়ে ছোট প্রতীয়মান হন। এই সৎকার সূচক ক্রিয়ার অর্থ **"নমঃ"**।

"নমঃ" এর অন্য অর্থ সাক্ষাৎকার এবং ত্যাগ। আপ্টে, সংস্কৃত কোষে **"নমঃ"** এর অর্থ '' A Gift Present-অর্থাৎ উপহার করেছেন। এই কোষেই নমঃ এর অর্থ Sacrifice- ত্যাগও করা হয়েছে। **"নমঃ"** এর এই প্রকার সৎকার, পূজা, সাক্ষাৎকার,ত্যাগ, অন্ন, বজ্র, যজ্ঞ আদি অনেক আছে। অভিবাদনের সময় এর অর্থ পূজা, সৎকার এবং আশীর্বাদই বুঝা উচিৎ। অনেকে সংশয়ে থাকেন যে বড়জনের ছোটদেরকে **"নমস্তে"** করা অসংগত এবং অনুচিত, উত্তর এটাই যে বড়দের দ্বারা ছোটদের প্রতি আশীর্বাদই পূজা তথা সৎকারের অভিব্যক্তি। আমরা এই সম্বন্ধে বিবাদে না পড়ে বহু প্রাচীন গ্রন্থ হতে এমন প্রমাণ প্রস্তুত করে এই শঙ্কার সমাধান করবো যেখানে ছোট-বড়, উঁচু-নিচু এবং সমমর্যাদা সম্পন্ন মনুষ্যে পরস্পরের প্রতি অভিবাদনে **"নমঃ"** এবং **"নমস্তে"** শব্দের প্রয়োগ করেছেন।

"নমঃ" এর শোভা **"তে"** শব্দের উপরেও এক বিবাদ আছে। কিন্তু এই বিবাদ সেই ব্যক্তিদের প্রতি ওঠানো যায়, যাদের সংস্কৃত তথা ব্যাকরণ বিষয়ে অল্পজ্ঞান আছে। তাঁরা বলেন যে **"তে"** পদের স্থানে **"তুভ্যম্"** হওয়া উচিৎ এবং যদি এখানে **"তে"** আদেশ হয়ে যায় তো তা কেবল পদ্যেই হয়, গদ্যে নয়। এই শঙ্কা নিরাধার এবং ব্যাকরণ বিষয়ে অল্পজ্ঞানের নির্দেশক। সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে ভট্টো জী দীক্ষিত গদ্য এবং পদ্য, উভয়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে এটিকে ঔচিত্য (ন্যায়সংসগত) সিদ্ধ করেছেন। সংস্কৃতের কোন বিদ্বান এই প্রকারে শঙ্কা প্রকাশ করেন না, কেবল অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, পরম্পরাবাদী এবং গুরুবাদীদেরই এমন মত হতে পারে।

এখন "নমঃ এবং নমস্তে" এর প্রমাণ বেদাদি শাস্ত্র হতে তুলে ধরছি-

বেদ হতেঃ- যজুর্বেদের পুরো ১৬ তম অধ্যায় **"নমস্তে" "নমঃ"** এবং **"নমো"** এর প্রয়োগ দ্বারা ভরপুর।

নমস্তে রুদ্র মন্যবঽউতোতঽইষবে নমঃ।
বাহুভ্যামুত তে নমঃ ॥ ১৬/১

এই মন্ত্রে রুদ্র পরমাত্মা অথবা প্রতাপী রাজার জন্য "নমস্তে" পদের প্রয়োগ হয়েছে।

এই অধ্যায়ের নিম্ন মন্ত্রে ছোট, বড়, পূর্বজ, নীচ তথা মধ্যম আদি সবার জন্য "নমঃ" পদের প্রয়োগ পাওয়া যায় -

নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ নমঃ পূর্বজায় চাপরজায় চ নমো
মধ্যমায় চাপগল্ভায় চ নমো জঘন্যায় চ বধ্নায় চ ॥ ১৬ /৩২

যজুর্বেদের আরো কিছু মন্ত্রে "নমঃ, নমো, নমস্তে" পদের প্রয়োগ তুলে ধরা হলো-

নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্মারিভ্যশ্চ বো নমো
নমো নিষাদেভ্যঃ কুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ। বো নমো নমঃ শ্বনিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমঃ ॥ ১৬/২৭

নমো বংচতে পরিবংচতে রতায়ূনাং পতয়ে নমো নমো নিষগিংণ ইষুগিংণ ইষুধিমতে তস্কারাণাং পতয়ে
নমো নমঃ সৃকায়িভ্যো জিঘাং সদ্ভ্যো মুষ্ণাতাং পতয়ে নমোঽসিমদ্ভ্যো বিকৃন্তানাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৩/২১

নমস্তে হরষে শোচিষে নমস্তে অস্ত্বর্চিষে ॥ ১৭/১২

অথর্ববেদের নিম্ন মধ্যে মন্ত্রসমূহে **"নমস্তে"** এর প্রয়োগ আছে-

নমস্তে য়াতুধানেভ্যো নমস্তে ভেষজেভ্য মৃত্যো মূলভ্যো ব্রহ্মণেভ্য ইদং নমঃ ॥ অথর্ব ৮/১২/৩
নমস্তে রাজন্ ॥ অথর্ব ২/১০/২
নমস্তে জায়মানায়ৈ, জাতায়া উততে নমঃ। অথর্ব ১০/১০/১
নমস্তে রুদ্র কৃণ্মঃ সহস্রক্ষায়ামর্ত্য। অথর্ব ১১/২/৩
চতুর্নমো অষ্টকৃত্বো ভবায় দশকৃত্বঃ পশায়তে নমস্তে। অথর্ব ১১/২/৯
নমস্তে অস্তু পশ্যত। অথর্ব ১৩/৪/৪৮
নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায় নমস্তে স্তনয়িত্নবে।
নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে নমস্তে প্রাণ বর্ষতে ॥ অথর্ব ১১/৪/২

ঋগ্বেদের নিম্ন মন্ত্র দেখুন-

নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যঃ নমো যুবাভ্যো নমো। আসিনেভ্যঃ ॥ ঋগ্ ১/২৭/১৩

অর্থ- বড়দের জন্য, ছোটদের জন্য, যুবা এবং বৃদ্ধদের জন্য নমঃ হোক। এই মন্ত্রেও বড়,ছোট, যুবা, বৃদ্ধ সবার জন্যে "নমঃ" এর প্রয়োগ আছে।

সামবেদেরও অনেক স্থানে **"নমস্তে"** এর প্রয়োগ পাওয়া যায়। **নমস্তে অগ্ন ওজসে।**..........ইত্যাদি।

শতপথ ব্রাহ্মণে গার্গী নিজ পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্তে করেছেন -

সা হো বাচ-নমস্তে যাজ্ঞবল্ক্যায় ॥ শতপথ ১৪/৬/৫

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি হয়েও রাজা জনককে নমস্তে দ্বারা অভিবাদন করেন-

সহোবাচ- জনকো বৈদেহায় নমস্তে ॥ শতপথ০

কঠোপনিষদে যমাচার্য নিজ শিষ্য নচিকেতাকে নমস্তে দ্বারা অভিবাদন করেন-

নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি তেঽস্তু ॥ কঠ ব ১ ক ০৯

রাজা জনক নিজ আসন হতে ওঠে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্তে দ্বারা অভিবাদন করেন-

জনকো হ বৈদেহঃ কুর্যাদুপাপসর্পন্নুবাচ নমস্তেঽস্তু ॥ বৃ০ উপনিষদ অ০ ৪/২/১

বাল্মিকী রামায়ণেও “নমস্তে” পদ অভিবাদনে প্রয়োগ পাওয়া যায়, উদাহরণার্থ-

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে-

নমস্তেঽস্তু গমিষ্যামি মৈত্রেণেক্ষস্ব চক্ষুষা ॥ বাল০ সর্গ ৫২

মাতাসীতা বৃক্ষকে-

নমস্তেঽস্তু মহাবৃক্ষ পারয়েন্মে পতিব্রতম্ ॥ অযো০ সর্গ ৫৫

মাতাসীতা রাক্ষসকে-

য়াঁ হরোৎসৃজ কাকুৎস্থৌ নমস্তে রাক্ষসোত্তম ॥ অরণ্য০ সর্গ ০৪

বাল্মিকী রামায়ণের পরে ইতিহাসে দ্বিতীয় স্থানে আছে মহাভারত। মহাভারতেও “নমস্তে” শব্দের প্রয়োগ পর্যাপ্ত হয়েছে। সেখান থেকে কিছু তুলে ধরা হলো-

দেবযানী শুক্রাচার্যকে-

নমস্তে দেহিমামস্মৈ লোকে নান্যু পতিং বৃণে ॥ আদি পর্ব অ ৮১

বিদুর দুর্যোধনকে-

য়থা তথা তেঽস্তু নমশ্চস্তু। সভাপর্ব অ ৬৩

শকুনি যুধিষ্ঠিরকে-

জ্যেষ্ঠো রাজন্ বসিষ্ঠোঽসি নমস্তে। ভরতর্ষভ ॥ সভা০ অ ৬৪

দময়ন্তী পর্বতকে-

শরণ্য বহুকল্যাণ নমস্তেঽস্তু মহীধর ॥ বন০ অ ৬৪

নল দাসীকে-

বয় চ দেশাতিথয়ো গচ্ছ ভদ্রে নমোঽস্তু তে ॥ বন০ অ ৭৫

ব্যাস দেবদূতকে-

নমস্তেঽস্তু গচ্ছ তাত য়থা সুখম্ ॥ বন০ অ ২৬

দূতগণ দুর্যোধনকে-

সর্বথা বিপ্রণষ্টাস্তে নমস্তে ভরতর্ষভ ॥ বিরাট০ অ ২৫

দ্বারপাল ধৃতরাষ্ট্রকে-

সংজয়োঽয়ং ভূমিপতে নমস্তে ॥ উদ্যোগ০ অ ৩১

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে-

শাস্ত্রচক্ষুপবেক্ষস্ব নমস্তে ভরতর্ষভ ॥ ভীষ্ম০ অ ৪

সংজয়োঽয়ং ভূমিপতে নমস্তে প্রাপ্তোঽস্মি তত্বা
নরদেব পাণ্ডবান্ ॥ উদ্যোগ০ অ ৩১

অর্জুন কৃষ্ণকে-

নমো নমস্তেঽস্তুসহস্র কৃত্বঃ, পুনশ্চভূয়োঽপি
নমো নমস্তে ॥ ভীষ্মপর্ব অ ৩৫

যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যকে-

আচার্য় প্রাণিপত্যংশভ পৃচ্ছামি ত্বাং নমোঽস্তুতে ॥ ভীষ্ম০ অ ৪৩

ভীম কৃষ্ণকে-

নমোঽস্তুতে শাংগর্গদাসিপাণে ॥ ভীষ্ম০ অ ৫৯

কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে-

শবেন পাণ্ডবান্ ধ্যাহি নমস্তে ভরতর্ষভ ॥ শল্য০ অ ৬৩

কীট ব্যাসকে-

নমস্তেঽস্তু মহাপ্রাজ্ঞ কিং করোমি প্রশাধি মাম্॥ অনু গীতাপর্ব অ ১১৮

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে-

য়ুধিষ্ঠিরোঽহং নৃপতে নমস্তে জাহ্নবী সুত॥ অনুগীতা০ অ ১৬৭

ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরকে-

কুরুকার্য়াণি নমস্তে ভরতর্ষভ॥ আশ্রম০ অ ১০

অর্জুন কৃষ্ণকে-

নমঃ পুরস্তাদয়ং পৃষ্ঠতস্তে নমোস্তুতে
সর্বত এব সর্ব ॥ গীতা - ১১/৪০

এখন তথাকথিত পুরাণে দেখুন কোথায় কোথায় **"নমস্তে"** শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। তাছাড়া পুরাণসমূহের রচনা আধুনিক সময়েই হয়েছে, কিন্তু এগুলোতেও পরস্পর **"নমস্তে"** দ্বারা অভিবাদন করার বিধান পাওয়া যায়, আজকাল প্রচলিত অনেকানেক নিরর্থক অভিবাদনসমূহ নয়। এবার কিছু প্রমাণ দেখে নেয়া যাক -

দেব দেব জগন্নাথ, নমস্তে ভুবনেশ্বর।

জীবচ্ছ্রাদ্ধ মহাদেব, প্রসাদেন বিনির্মিতম্ ॥

লিঙ্গ পু০ ৩/২৭/২

অর্থ- হে সম্পূর্ণ সংসারের স্বামী মহাদেব। কৃপা পূর্বক তুমি জীবিত শ্রদ্ধার নির্মাণ করেছো। একারণে তোমাকে নমস্তে।

পৃথিবী বরাহ ভগবান্ এর স্তুতি করার সময় বলেন-

শেষ পর্য়ঙ্ক শয়নে, ধৃতবক্ষঃস্থল শ্রিয়ে।
নমস্তে সর্ব দেবেশ, নমস্তে মোক্ষ কারিণে ॥

বায়ু পু০ ১১/১১

অর্থ- শেষ নাগ রুপী শয্যার উপর, বক্ষে লক্ষ্মীকে ধারণকারী ভগবান্ কে নমস্তে, মোক্ষদায়ক ভগবান্ কে নমস্তে।

কেতকী এর ফুল, মহাদেবকে নমস্তে করেন-

নমস্তে নাথ নে জন্ম নিষ্ফলং ভবদাজ্ঞয়া ॥

শিব পু০ বিদ্যেশ্বর সং০ আ ১০

অর্থ- হে নাথ! আমার জন্ম আপনার আজ্ঞায় নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে। আপনাকে নমস্তে করছি।

ব্রহ্মা তথা বিষ্ণু, মহাদেবকে নমস্তে করেন-

নমঃ সকলনাথায়, নমস্তে সকলাত্মনে ॥

শিব পু০ বিদ্যেশ্বর সং০ আ ১০

অর্থ- সকলের নাথ তথা সবার আত্মা শিবের জন্য নমস্তে।

ব্রহ্মা নিজ পত্নী সাবিত্রীর চরণে পড়ে নমস্তে করেছেন-

ন চাপরাধং ভূয়োঽন্যম্, করিষ্যে তব সুব্রতে।
পাদয়োঃ পতিতস্তেঽহং, ক্ষম দেবি নমোঽস্তুতে ॥

পদ্ম পু০ সৃ০ খ০ অ ১৭

ব্রহ্মা বললেন- হে সুব্রতে দেবি! আমি তোমার চরণে পতিত হচ্ছি, ক্ষমা করো আমি আর দ্বিতীয়বার অপরাধ করবো না, তোমাকে নমস্তে।

দেবী ভাগবতেও নমস্তে শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়-

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্প্যেঃ
নমস্তে জগদ্ ব্যাপিকে চিৎস্বরূপে।
নমস্তে সদানন্দ রূপে নমস্তে,
জগত্তারিণী ত্রাহি দূর্গে নমস্তে ॥

দূর্গা সপ্তশতী পাঠের পঞ্চম অধ্যায়, শ্লোক ৭ হতে ৩৪ পর্যন্ত **"নমঃ"** এবং **"নমস্তে"** শব্দ দ্বারা পরিপূর্ণ।

তথাকথিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অত্যন্ত আদরণীয় গ্রন্থ এবং মান্য পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও (যদিও অষ্টাদশ পুরাণ গণনায় এটির প্রামাণ্যতা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে, অধিক তথ্যের জন্য আমাদের পর্বানুসারে প্রকাশিত "পুরাণ বিমর্শ" পড়তে পারেন) শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের নমস্তে দ্বারা অভিবাদন করেছেন-

বিপ্রাম স্বালাভ সন্তুষ্টান্ সাধূন্ ভূতসহৃত্তমান্।
নিরহংকারিণঃ শান্তান্ নমস্তে শিরসাঽকৃদ্ ॥

অর্থ- এমন বিদ্বানদের বারংবার নমস্তে, যাঁরা সকলের মিত্র, নিরংকারী, শান্ত তথা লাভ না হওয়া সত্ত্বেও সন্তোষকারী।

গরুড় পুরাণেও "নমস্তে" এর পর্যাপ্ত প্রয়োগ পাওয়া যায় -

নমস্তে পরমানন্দ নমস্তে পরমাক্ষর।
নমস্তে জ্ঞানসদ্ভাব নমস্তে জ্ঞানদায়ক ॥
নমস্তে পরমাদ্বৈত নমস্তে পুরুষোত্তম।
নমস্তে বিশ্বকৃদ্দেব নমস্তে বিশ্বভাবন ॥

আ০ কা০ অ ২৩৪

নমস্তেঽস্তু জগন্নাথ নৃসিংহবপূর্ধর ॥ আ.কা. অ২৩৯
নারায়ণ নমস্তেঽস্তু শৃণু বিজ্ঞাপনং মম ॥ ব্র.কা.অ ১১

স্কন্দপুরাণেও **"নমস্তে"** এর পর্যাপ্ত রূপে প্রয়োগ পাওয়া যায়-

অরূপায় বিরূপায় সূক্ষ্মসূক্ষ্মায় বৈ নমঃ।
শ্মশানবাসিন নমস্তে কৃত্তিবাসসে॥

স্ক০ মা০ কে ১৭

নমঃ কল্যাণরূপায় নমস্তে শিবনন্দন।
বিশ্ববন্ধো নমস্তেঽস্তু নমস্তে বিশ্বভাবন॥

স্ক০ মা০ কে ৩১

বৃহত্যৈ তে নমস্তেঽস্তু লোকধাত্রৈ নমস্তেঽস্তু তে।
নমস্তে বিশ্বমিত্রায়ৈ নন্দিন্যৈ তে নমো নমঃ ॥

স্ক০ পু০ কা০ পু০ ২৭

নমস্তে এবং **নমস্কার**, উভয়ের মধ্যে কোনটি প্রয়োগ করা উচিৎ তা জেনে নেওয়া যাক-

নমস্তে এবং **নমস্কার** উভয়ই একটি অব্যয় “নমস্” পদ হতে গঠিত। যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে **“নমস্তে -নমঃ+তে”** এর অর্থ তোমাকে, আপনাকে নমন, আদর। কিছু অল্প সংস্কৃতজ্ঞ **“তে”** পদের প্রয়োগ নিজের চেয়ে (বয়সে) ছোটদের জন্য বলে থাকেন, বড়দের জন্য নয়। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে

"ত্বম্" এর অর্থ তুমি এবং **"তে"** শব্দের অর্থ তোমার জন্য বা আপনার জন্য হয় এবং এই **"তে"** পদ ছোট-বড় সবার জন্যে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সংস্কৃতে ছোট-বড় উভয়ের জন্য একটি বচনেই প্রয়োগ হয়, যার অনেকানেক উদাহরণ পূর্বে দিয়েছি।

"নমস্কার" এবং **"নমঃ"** উভয়েই সংজ্ঞা, যার অর্থ আদর, সৎকার। নমঃ এবং নমস্কার উভয়ের একই অর্থ হয়। **নমস্কার = নমঃ + কার, এর অর্থ "নমন করেছে"** হয়। কিন্তু নমঃ বা নমস্কারে বিধেয় এবং উদ্দেশ্য এর পরিপূর্ণতা হয় না, অর্থাৎ এই নমন, আদর-সৎকার যাঁকে করা হচ্ছে, এতে তাঁর অভাব আছে, কিন্তু "নমস্তে" তে এটির পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অতএব অভিবাদন হিসেবে "নমস্কার" এর প্রয়োগ অধূরা এবং অশুদ্ধ।

সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য **নম, নমো,নমামি, নমস্তে, নমস্তভ্য, নমস্তেঽস্তুতে, নমস্তেঽস্তু** এর প্রয়োগ দ্বারা পরিপূর্ণ। এসব **"নমস্তে"** এরই বিভিন্ন রূপ। কবিদের দ্বারা বৃত্ত রক্ষার দৃষ্টিতে এর প্রয়োগ করা হয়েছে। ঠিক এই কথাই আজকাল প্রচলিত নমস্কার সম্বন্ধে, প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে যেটির প্রয়োগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক সংস্কৃতে যদি এটির যত্রতত্র প্রয়োগ আছে তো তা কেবল নমঃ এর স্থানে ছন্দ পূর্ণ করার জন্য করা হয়েছে। কিন্তু সেইসাথে যাঁকে অভিবাদন করা হয়েছে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। নমস্তে যেথায় আমাদের সম্পূর্ণ ভাবকে ব্যক্ত করে, সেখানে নমস্কার দ্বারা উচ্চারণে সংক্ষিপ্ত এবং সরলও, তখন এটা হঠ এবং দুরাগ্রহ নয়তো কি? নমস্তে যেমন সর্ব সম্মত,সার্থক, সংক্ষিপ্ত, ভাবপূর্ণ প্রাচীন অভিবাদন কে নিজের না করা সনাতনীদের জন্য দূর্ভাগ্যপূর্ণ।

অতএব সকল সনাতনীদের নিকট বিনম্র নিবেদন, অনেকানেক নিরর্থক অভিবাদন পরিত্যাগ করে, সর্বশ্রেষ্ঠ, ভাবপূর্ণ, বেদাদি শাস্ত্রসম্মত "নমস্তে" পদকে একমাত্র অভিবাদন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি।

ওঙম্ নমস্তে।

তথ্যসূত্রঃ-

১/ ওঙম্ আর্য নমস্তে -

২/ সত্যার্থ প্রকাশ - মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী

দেবরাজ ইন্দ্র

✍বাঁধন চক্রবর্তী

নমস্কার সকলকে আজ আমরা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় জানব। যাকে পুরাণে অত্যন্ত নিচু করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র প্রকৃতঅর্থে কেমন ছিলেন তা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। দেবরাজ ইন্দ্র যিনি ছিলেন

- **ব্যাকরণবিদ**
- **যোগীরাজ**
- **সুদক্ষ রাজা**
- **আধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলনকারী**
- **যুদ্ধবিদ্যায় কুশল**
- **সুদক্ষ সেনাপতি**
- **আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসা শাস্ত্রের বিদ্বান**
- **শল্যচিকিৎসা শাস্ত্রের বিদ্বান**
- **মীমাংসা শাস্ত্রের বিদ্বান**
- **পুরাণের জ্ঞাতা**
- **অর্থশাস্ত্র, গাঁথা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যার অভূতপূর্ব বিদ্বান ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র।।**

বিঃদ্রঃ বেদে থাকা ইন্দ্র নামটি পরমেশ্বরের গুণবাচক নাম। এর দ্বারা ঐতিহাসিক ইন্দ্রকে বোঝায় না।।

ব্যাকরণের আদি সংস্করণকর্তা- ইন্দ্র

পতঞ্জলি মহাভাষ্য হতে বিদিত হয় যে বৃহস্পতি ইন্দ্রের জন্য প্রতিপদ-পাঠ দ্বারা শব্দ-উপদেশ করেছিলেন। সেসময় পর্যন্ত প্রকৃতিপ্রত্যয় এরূপ বিভাগ হয়নি। প্রথমতঃ ইন্দ্রই শব্দোপদেশের প্রতিপদপাঠ-রূপী প্রক্রিয়ার দুর্বোধ্যতা বুঝেছিলেন এবং তিনি পদগুলোকে প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ দ্বারা শব্দোপদেশ প্রক্রিয়ার প্রকল্পনা করেন। ইহার সাক্ষ্য তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬/৪/৭ - এ পাওয়া যায় -

বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদৎ। তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্, ইমাং নো বাচং ব্যাকুর্বিতি..........তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ।৫।

এটির ব্যাখা করে সায়ণাচার্য লিখেছেন।

তামখন্ডাং বাচং মধ্যে বিচ্ছিদ্য প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগং সর্বত্রাকরোৎ ॥

অর্থাৎ- প্রাচীনকালে বাণী অব্যাকৃত (=ব্যাকরণ-সম্বন্ধী প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি সংস্কার হতে রহিত অখন্ড পদরূপ) বলা হতো। দেবগণ [তাদের রাজা] ইন্দ্রকে বলল এই বাণীকে ব্যাকৃত (=প্রকৃতি প্রত্যয়াদিসংস্কার দিয়ে

যুক্ত) করুন।.......... ইন্দ্র সেই বাণীকে মধ্য থেকে ভেঙে ব্যাকৃত (=প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিসংস্কার দ্বারা যুক্ত) করেন।

বংশ

ইন্দ্রের পিতার নাম ছিল কশ্যপ প্রজাপতি এবং মাতার নাম ছিল অদিতি। অদিতি দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ছিল। আচার্য কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্র (১/৮)- এ বাহুদন্তী-পুত্রের মত উদ্ধৃত করেছেন। প্রাচীন টীকাকারদের মতানুসারে বাহুদন্তী-পুত্র এর অর্থ ইন্দ্র ॥

ইন্দ্রের আচার্যগণ

ইন্দ্রের ন্যূনাতিন্যূন পাঁচজন আচার্য ছিল - প্রজাপতি, বৃহস্পতি, অশ্বিনীকুমার, মৃত্যু অর্থাৎ যম এবং কৌশিক বিশ্বামিত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদ (৮/৭-১১) তে আছে ইন্দ্র প্রজাপতির কাছ থেকে আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেনম শ্লোকবার্তিকের টীকাকার পার্থসারথি মিশ্র দ্বারা উদ্ধৃত পুরাতন বচনের অনুসারে ইন্দ্র প্রজাপতির কাছে মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। গোপথ ব্রাহ্মণ (১/১/২৫) -এ ইন্দ্র এবং প্রজাপতির সংবাদ আছে। ঋকতন্ত্র অনুসারে ইন্দ্র বৃহস্পতির থেকে শব্দশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্র বিষয়া সূত্রগুলোতে বৃহস্পতির থেকে ইন্দ্রের নীতিশাস্ত্র পাঠের কথাও উল্লেখ করেছেন। পিঙ্গল ছন্দের টীকাকার যাদবপ্রকাশের মতে দুশ্চ্যবন = ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকটে ছন্দঃশাস্ত্রের অধ্যয়ন করেছিলেন। চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতাতে আছে ইন্দ্র অশ্বিনী কুমারদের নিকট আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন। বায়ুপুরাণ (১০৩/৬০) অনুসারে মৃত্যু= যম ইন্দ্রের জন্য পুরাণের প্রবচন করেছিলেন। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ (২/৭৯) অনুসারে ইন্দ্র দেবাসুর সংগ্রামে চিরকাল পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকার ফলে বেদসমূহকে ভুলে গিয়েছিলেন, সে পুনরায় তার শিষ্য কৌশিক বিশ্বামিত্রের থেকে বেদের অধ্যয়ন করেন ॥৭॥

ইন্দ্রের শিষ্যবর্গ

শাঙ্খায়ন আরণ্যকের বংশ ব্রাহ্মণ অনুসারে বিশ্বামিত্র ইন্দ্রের থেকে যজ্ঞ এবং আধ্যাত্মিক বিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন। ঋকতন্ত্রের পূর্বোদ্ধত উদাহরণে লিখা রয়েছে যে ভরদ্বাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে শব্দশাস্ত্রের অধ্যয়ন করেছিল। চরক ঋষি বলেছেন যে - ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের থেকে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেছিল আর আত্রেয় পুনর্বসু, ভরদ্বাজের থেকে, পরন্তু বাগভটজী আত্রেয় পুনর্বসুকে ইন্দ্রের সাক্ষাৎ শিষ্য লিখেছেন। এই ভরদ্বাজ সুরাচার্য বৃজস্পতি অঙ্গিরসের পুত্র। সুশ্রুতের অনুসারে ধন্বন্তরি ইন্দ্রের থেকে শল্যচিকিৎসা শিখেছিলেন। আয়ুর্বেদের কাশ্যপ সংহিতাতে আছে - ইন্দ্র তিনি কাশ্যপ, বসিষ্ঠ, অত্রি ও ভৃগুকে আয়ুর্বেদ পড়িয়েছেন। বায়ুপুরাণ (১০৩/৬০)- এ বলা হয়েছে ইন্দ্র বসিষ্ঠকে পুরাণ উপদেশ করেছিলেন। পিঙ্গল ছন্দের টীকাকার যাদবপ্রকাশের মতে ইন্দ্র অসুর-গুরু= শুক্রাচার্যকে ছন্দশাস্ত্র পড়িয়েছিলেন। পার্থসারথি মিশ্র দ্বারা উদ্ধৃত প্রাচীন বচনানুসারে ইন্দ্র আদিত্যকে মীমাংসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়েছিলেন।

বিশেষ ঘটনাদি

ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮/৭-১১ তে রয়েছে যে ইন্দ্র অধ্যাত্মজ্ঞানের জন্য প্রজাপতির সমীপে (৩২+৩২+৩২+৫=) ১০১ বর্ষ পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন করেছিল।পুরাকালে অনেক দেবাসুর সংগ্রাম হয়েছিল। বায়ুপুরাণ (৯৭/৭২-৭৬)- এ সংগ্রামের সংখ্যা ১২ লিখা আছে। এসবই ইন্দ্রের অধ্যক্ষতায় হয়েছিল। যার সময় ন্যূনাতিন্যূন প্রায় ৩০০ বছরের। এই সুদীর্ঘ দেবাসুর সংগ্রামে কালে ইন্দ্র বেদ হতে বিমুখ হয়ে গিয়েছিল। দেবাসুর সংগ্রামের সমাপ্ত হওয়ার পর ইন্দ্র তার শিষ্য বিশ্বামিত্রের থেকে পুনরায় বেদের অধ্যয়ন করেন। এভাবে ইন্দ্র কৌশিক হন। মৈ০ সং০ ৪/৬/৮ তথা কাঠক সংহিতা ২৮/৩ অনুসারে ইন্দ্র বৃত্রের বধ করে মহেন্দ্র নাম প্রাপ্ত করেছিল।

ইন্দ্রের মন্ত্রীপরিষদ

কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র (১/১৫) অনুসারে ইন্দ্রের মন্ত্রীপরিষদে এক সহস্র ঋষি ছিলেন। একারণে ইন্দ্রকে সহস্রাক্ষ বলা হয়েছে। ইন্দ্রের সহস্রভগরূপ পৌরাণিক গল্পের উৎস এটিই।

দীর্ঘজীবন

ইন্দ্র অনেক দীর্ঘজীবী ছিলেন। সে কেবল অধ্যাত্মজ্ঞানের জন্য ১০১ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩/১০/১১) তে আছে যে ইন্দ্র তার প্রিয় শিষ্য ভরদ্বাজকে তিন পুরুষের জীবনকালের সমাপ্তির পর বেদের অনন্ততার উপদেষ করেছিলেন। তদানুসার ইন্দ্র ন্যূনাতিন্যূন ৬০০-৭০০ বছর অবশ্য জীবিত ছিলেন। চরক সংহিতা চিকিৎসা স্থান অধ্যায়-০১ এ ইন্দ্রোক্ত কোনো এমন রসায়নের উল্লেখ রয়েছে যার সেবনে এক সহস্র বর্ষ আয়ু হয়। এই রসায়নসমূহের সেবন করে ইন্দ্র নিজেও দীর্ঘায়ু হয়েছিল এবং নিজের প্রিয় শিষ্য ভরদ্বাজকেও দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত করিয়েছিলেন।

অনান্য কৃতিত্ব

আয়ুর্বেদ- চরক সংহিতাতে আছে যে ইন্দ্র ভরদ্বাজকে পড়িয়েছিল আয়ুর্বেদ। বায়ুপুরাণ (৯২/২২) তে আছে ভরদ্বাজ আয়ুর্বেদ সংহিতার রচনা করেন এবং তার আটটি বিভাগ করে শিষ্যদের পাঠ করান। এ থেকে প্রতীত হয় যে ইন্দ্র ভরদ্বাজের নিকট সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদ (আটটি গ্রন্থ) -এর প্রবচন করেছিলেন। সুশ্রুত সংহিতার প্রারম্ভে আচার্য-পরম্পরার নিদর্শে রয়েছে ভগবান ধন্বতরি ইন্দ্রের কাছ থেকে শল্যতন্ত্রের (সার্জারি) অধ্যয়ন করেছিল।

অর্থশাস্ত্র - কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে বাহুদন্তী-পুত্রের মত উদ্ধৃত করেছেন। প্রাচীন টীকাকারদের অনুসারে বাহুদন্তী-পুত্র হলেন ইন্দ্র। মহাভারত শান্তিপর্ব অধ্যায় ৫৯- এ বাহুদন্তক অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মীমাংসা শাস্ত্র - শ্লোকবার্তিকের টীকাতে পার্থসারথি মিশ্র কোনো প্রাচীন গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করেন। তাতে ইন্দ্রকে মীমাংসাশাস্ত্রের প্রবক্তা বলেছেন।

ছন্দঃশাস্ত্র - ইন্দ্রপ্রোক্ত ছন্দঃশাস্ত্রের উল্লেখ যাদবপ্রকাশ জী পিঙ্গল ছন্দশাস্ত্রের টীকার শেষে (অন্তে) করেছেন।

পুরাণ - বায়ু পুরাণ (১০৩/৬০)- তে আছে যে ইন্দ্র পুরাণবিদ্যার প্রবচন করেছিলেন।

গাথা প্রভৃতি - মহাভারত বনপর্ব (৮৮/৫) তে ইন্দ্রগীত গাধাসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শাস্ত্রীয় রেফারেন্সসমূহ

১.বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ। মহাভাষ্য অ০ ১, পা০ ২ আ০ ১ ॥ ত

২.তুলনা করো - দিব্যং বর্ষসহস্রমিন্দ্রো বৃহস্পতেঃ সকাশাৎ প্রতিপদপাঠেন শব্দান্ পঠন্ নান্তং জগামেতি। প্রক্রিয়া কৌমুদী ভাগ ১, পৃষ্ঠ ৭ ॥

৩.তুলনা করো - মৈ০ সং০ ৪/৫/৮।। কা০ সং০ ২৭/২।। কপি০ সং০ ৪২/৩।। স(ইন্দ্র) বাচৈব বাচং ব্যার্ক্তয়দ্। মৈ০ সং০ ৪/৫/৮।। শত০ ৪/১/৩/১১ ॥

৪.সায়ণ ঋগ্ভাষ্য উপোদঘাত। পূনা সংস্করণ, ভা০ ১, পৃষ্ঠা ২৬ ॥

৫.ইন্দ্রো বৈ বৃত্রমহন্ সোহন্যান্ দেবান্ অত্যমত্যন। স মহেন্দ্রোহভবৎ। মৈ০ স০। ইন্দ্রো বৈ বৃত্রং হত্বা স মহেন্দ্রোহভবৎ। কা০ সং০। তুলনা করো - ইন্দ্রো বৃত্রবধেনৈব মহেন্দ্রঃ সমপদ্যত। মহা০ শান্তি০ ১৫/১৫ কুম্ভ০ সং০ ॥

৬.ইন্দ্রস্য হি মন্ত্রিপরিষদ্ ঋষীণাং সহস্রম্। তস্মাদিমং দ্ব যক্ষং সহস্রাক্ষমাহুঃ।

কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র (১/১৫)

৭.ইন্দ্রো বৈ ব্রাহ্মণঃ পুত্রঃ কর্মণা ক্ষত্রিয়োৎভবত্মম মহা০ শান্তি০ ২২/১১ কুম্ভ০ সং০ ॥

৮.ভরদ্বাজো হ ত্রীভিরায়ুর্ভির্ব্রহ্মচর্যমুবাস। তং জীর্ণিস্থবিরং শয়নরিন্দ্র উপব্রজ্যোবাচ। ভরদ্বাজ! যত্তে চতুর্থমায়ুর্দদ্যাম..........।

৯. বৃহস্পতিরথাচার্য ইন্দ্রায় নীতিসর্বস্বমুপদিশতি। গ্রন্থের শুরুতে। প্রাচীন বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্র এর থেকে ভিন্ন ছিল।

১০....... লেভে সুরাণাং গুরুঃ। তস্মাদ্ দুশ্চ্যবন......। ছন্দঃটীকার অন্তে (পিঙ্গলছন্দের টীকাকার যাদবপ্রকাশের ছন্দঃটীকা) উদ্ধৃত বৈ০ বা০ ইতিহাস, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগ।

১১. অশ্বিভ্যাং ভগবাচ্ছকঃ। চরক সূত্র ১/৫ ॥ অশ্বিভ্যামিন্দ্রঃ। সুশ্রুত সংং ১/১৬ ॥

১২.মৃত্যুশ্চেন্দ্রায় বৈ পুনঃ। বায়ুপুরাণ (১০৩/৬০)

১৩. যুদ্ধ বা অসুরৈর্মহাসংগ্রামং সংয়েতে তদ্ধ বেতান্ নিরাচকার। তান্ হ বিশ্বামিত্রাদধি জগে। তেন হ বৈ কৌশিক ঊচে ॥ জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ (২/৭৯)

১৪. বিশ্বামিত্র ইন্দ্রাৎ - শাংখ্যায়ণ আরণ্যকের অন্তর্গত বংশ ব্রাহ্মণ–(১৫/১)

১৫. ঋষিপ্রোক্তো ভরদ্বাজস্তস্মাচ্ছক্রমুপাগমত্। চরক সূত্র ১/৫ ॥

১৬. চরক সূত্র০ ১/২৭-৩০ ॥

১৭. সোশ্বিনৌ, তৌ সহস্রাক্ষং, সোহত্রিপুত্রাদিকান্ মুনোন্। অষ্টাঙ্গহৃদয় সূত্র০ ১/৩ ॥

১৮. "ইন্দ্রাদহং"। সুশ্রুত সংহিতার ১/১৬ ॥

১৯.ইন্দ্রঋষিভ্যশ্চতুর্ষ্বঃকশ্যপ-বসিষ্ঠ-অত্রি-ভৃগুভ্যঃ ॥

২০. "ইন্দ্রশ্চাপি বসিষ্ঠায়"- বায়ুপুরাণ (১০৩/৬০)

২১. তস্মাত্ দুশ্চ্যবনস্ততোহসুরগু........। ছন্দঃটীকার অন্ততে (পিঙ্গলছন্দের টীকাকার যাদবপ্রকাশের ছন্দঃটীকার অন্তে)

২২.নেতি বাহুদন্তী-পুত্রঃ - শাস্ত্রবিদদষ্টকর্মাকর্মসু বিষাদং গচ্ছেৎ। অভি। অভিজনপ্রজ্ঞাশৌচশৌর্য়ানু রাগযুক্তান মাত্যান্ কুর্বীৎ গুণপ্রাধান্যাদিতি – কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র (১/৮) ॥

মহর্ষি দয়ানন্দকৃত বেদভাষ্যের বিশেষতাসমূহ

✍পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ পণ্ডিত ব্রহ্মদত্ত জী জিজ্ঞাসু

প্রসঙ্গতঃ- অতি সংক্ষেপে আমরা এখানে এই বিষয়কে প্রতিফলিত করবো, পাঠক বিশেষ আপনারা মহর্ষি দয়ানন্দজীর ভাষ্য স্বয়ং পড়ে দেখুন।

১. ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাসী পূর্ণ যোগাভ্যাসী সাক্ষাৎকৃতধর্মা তপস্বী পক্ষপাতরহিত ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দ সর্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্তা আদি গুণের প্রতিপাদক, প্রাচীন ঋষি মুনিদের প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠাবান ব্রহ্মা থেকে জৈমিনি মুনি পর্যন্ত ঋষিদের সিদ্ধান্তকে মান্যকারী মহাপুরুষ আচার্য দয়ানন্দ সরস্বতী দ্বারা এই ভাষ্য নির্মাণ করা হয়েছে , (যতটুকু তিনি পেয়েছেন) ।

২. বিকাশবাদের সিদ্ধান্তের খন্ডন যা ঋষি দয়ানন্দের গ্রন্থের দ্বারা হয়, তেমনিভাবে তাঁর বেদভাষ্য দ্বারাও পদে পদে হয়।

৩. বেদ অপৌরুষেয়বাদ(ঈশ্বরীয় জ্ঞান) ধারণার উপর এই ভাষ্য, ইহার বিরুদ্ধ এতে যৎকিঞ্চিৎও পাওয়া যাবে না।

৪. যাস্ক, পাণিনি, পতঞ্জলি তথা তাদেরও পূর্ববর্তী ঋষি মুনি আচার্য্যদের আধারে বেদের শব্দকে লৌকিক শব্দ থেকে ভিন্ন মেনে ভাষ্য করেছেন।

৫. বেদের সকল শব্দকে ধাতুজ মেনে তাদের ব্যুৎপত্তি-নির্বচন মূল-প্রমাণসহ দেখানো হয়েছে। নির্বচনভেদে বৈদিক শব্দের অর্থ এই ভাষ্যে ভিন্ন-ভিন্ন দেখানো হয়েছে। যৌগিক এবং যোগরূঢ়িবাদ এই ভাষ্যের মূলভিত্তি।

৬. সকল মন্ত্রের অর্থ (সায়ণাচার্যের থেকেও ৬০০ বর্ষ পূর্ব প্রসিদ্ধ) ত্রিবিধ প্রক্রিয়া অর্থাৎ সকল মন্ত্রের অর্থ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিয়াজ্ঞিক প্রক্রিয়ায় হয়, এই সিদ্ধান্তের আধারে করা হয়েছে।

৭. বেদমন্ত্রের অর্থ বেদমন্ত্রের আধারেই দিয়েছেন। (যথা য০ ১/১৩)

৮. অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, যম, রুদ্র আদি বোধক বাচক নয়, বরং 'অগ্নি' শব্দের নির্বচনের ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক প্রক্রিয়ায় পরমেশ্বর, বিদ্বান্, রাজা, রাষ্ট্রপতি, নেতা আদি বিদ্যুৎ, প্রকাশ তথা জঠরাগ্নি আদিও গ্রাহক। অগ্নি, বায়ু আদি শব্দ যেখানে ভৌতিক পদার্থের বাচক, সেখানে মুখ্যবৃত্তি (অভিধাবৃত্তি) দ্বারা ঈশ্বরের বাচক, এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভাষ্যে পাওয়া যাবে। একেই আধার মেনে স্বর্গীয় মহাত্মা শ্রী অরবিন্দ জী দয়ানন্দভাষ্যের ভূরি-ভূরি প্রশংসা করেছেন এবং এই প্রসঙ্গের ভিত্তিতে বেদ সম্বন্ধে গম্ভীর আলোচনা করেছেন।

৯. সকল বেদ মন্ত্রের ষড্জাদি স্বর লিখেছেন [৭টি স্বর], যা যেকোনো ভাষ্যে পাওয়া যায় না। কাব্যের অঙ্গভূত শ্লেষাদি অলঙ্কারের ব্যবহার এই বৈদিক ভাষ্যে সর্বপ্রথম আচার্য দয়ানন্দই করেছেন এবং এই অলঙ্কারের দ্বারা অর্থে বহুবিধ বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে।

১০. বেদে অনিত্য ইতিহাস (ব্যক্তিবিশেষ ইতিহাস) কোথাও মান্য করা হয় নি, বরঞ্চ এমন স্থলগুলোতে খুব সুন্দর ও প্রামাণিক ব্যাখ্যা করেছেন ।

১১. পদপাঠের বিষয়ে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি মুনির সিদ্ধান্ত-
'ন লক্ষণেন পদকারা অনুবর্ত্যাঃ, পদকারৈর্নাম লক্ষণমনুবত্যম্ (মহাভাষ্য) এর আধারে তথা আচার্যস্কন্দ স্বামীর সমান 'তস্মাদবগ্রহোঽনবগ্রহঃ' এর অনুসারে ঋষি দয়ানন্দ জী অনেক স্থানে ভিন্ন পদ-পাঠ মেনেছেন , যা শাস্ত্র সম্মত।

১২. স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী জীর ভাষ্য দ্বারা 'বুদ্ধিপূর্বা বাক্যকৃতিবেদে'(বৈ০ ৬/১/১) অর্থাৎ বেদের কোনো বিষয় তর্ক বিরুদ্ধ নয়, এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বেদার্থ করা হয়েছে।

১৩. দেবতাবাদের বিষয়ে সবানুক্রমণী এবং বৃহদ্দেবতা আদি দ্বারাও ভিন্ন মন্ত্রের দেবতা মানা যেতে পারে,এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্র সম্মত, এই বিচার ধারানুসারে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ভাষ্য দেখা উচিৎ।

১৪.মন্ত্রের ছন্দও অনুক্রমণীতে উল্লেখিত ছন্দসমূহ হতে কোথাও কোথাও প্রমাণিত হওয়ায় ভিন্ন মানা হয়।

১৫. 'ব্যত্যযো বহুলম্' এর সিদ্ধান্ত বেদার্থে অতি আবশ্যক। এই বিষয়টি আচার্য দয়ানন্দের ভাষ্যেই সর্বোত্তম রীতিতে পাওয়া যাবে।।

১৬. 'বাক্যং হি বক্তুরধীনম্' - এর অনুসারে বেদার্থ এই ভাষ্যে পাওয়া যাবে।

১৭. 'যজ্ঞ' শব্দ দ্বারা আচার্য দয়ানন্দ জী ত্রিবিধ যজ্ঞ গ্রহণ করেছেন। যেখানে শ্রী সায়ণাচার্য শুধু ভৌতিক যজ্ঞপরকই মান্যতা দিয়েছেন, এতটুকুতেই বেদার্থ কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গিয়েছে তা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

১৮. বেদ সর্বতন্ত্র-সার্বভৌমিক সিদ্ধান্তের প্রতিপাদক, বিষয়টি এই ভাষ্যের বেদার্থেই পাওয়া যায়।

১৯. দয়ানন্দভাষ্যে নৈরুক্তশৈলীর আধারে অনেক শব্দের নিবর্চন পাওয়া যায়, যার নির্বাচন নিরুক্ত এবং ব্রাহ্মণাদি শাস্ত্রেও পাওয়া যায় না, যা প্রমাণিত।

২০. সবচেয়ে বড় এবং অন্তিম বিশেষতা দয়ানন্দ ভাষ্যের এই যে, তাতে নৈরুক্তশৈলী অনুসারে সংস্কৃত পদার্থ মন্ত্রগত পদসমূহের ক্রমানুসারে রাখা হয়েছে এবং তাতে যত্র-তত্র মন্ত্রগুলোর, তিন প্রকারের অর্থকে

লক্ষ্য রেখে নির্বাচন তথা অর্থকে দেখানো হয়েছে , যা অন্বয়ে হতে পারতো না। অন্বয়কে সংস্কৃত পদার্থের একটি অংশ হিসেবে বোঝা উচিৎ এবং এই সংস্কৃত অন্বয়েরই ভাষার্থ করা হয়েছে, যা ভাষার্থকারীদের দ্বারা ঠিকমতো সম্পূর্ণ হতে পারেনি। এই ভাষ্যের এই বিশেষতাকে না বুঝে অনেক ভদ্রলোক ঘাবড়ে যেতে থাকেন। একবার এই প্রকারে বুঝে নিলে কোন জটিলতা থাকতো না। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।।

কোন বিদ্বান বিদ্যার ভিন্ন-ভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কে যত বেশি জ্ঞাতা হবেন তথা যোগাদি দিব্যশক্তি সম্পন্ন হবেন, তাঁর বেদার্থের জ্ঞান ততোধিক উত্তমরীতিতে হবে।

এই বচনটি আমরা নিজের শব্দে না বলে নৈরুক্ত আচার্য দুর্গ এর শব্দে প্রকাশ করছি। তাঁর বচন নিম্ন প্রকার-

'নহ্যেতেষ্বর্থস্যেয়ত্তাবধারণমস্তি । মহার্থা হ্যেতে দুষ্পরিজ্ঞানাশ্চ.... এবমেতে বক্তৃবৈশিষ্ট্যাৎ সাধূন্ সাধুতরাংশ্চার্থান্ স্রবন্তি ।'

অর্থাৎ 'এই বেদের শব্দে' ইয়ত্তা (সীমার সমাপ্তি) নেই, কারণ এই শব্দ মহান অর্থবিশিষ্ট এবং এগুলোর পরিজ্ঞান সহজ নয়.... এই প্রকারে বৈদিক শব্দ-বক্তার যোগ্য-যোগ্যতর এবং যোগ্যতম হওয়ার মধ্য দিয়ে সাধারণ, মধ্যম এবং উত্তম কোটির অর্থের প্রতিপাদন করেন।
আমরা বিশ্বাস করি বেদার্থ বিষয়ের এই সিদ্ধান্ত সর্বোপরি সিদ্ধান্ত এবং অত্যন্ত উপাদেয়।।

স্বাহা শব্দের অর্থ

✍আচার্য সোমদেব

প্রায়ঃ যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার সময় স্বাহা শব্দের প্রয়োগ করা হয়। এই স্বাহা শব্দ মূল বেদ মন্ত্রেও অনেকত্র এসেছে। এই স্বাহা শব্দের আপ্ত বিদ্বানদের করা যে অর্থ আমি পেয়েছি তা লিখতেছি–

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী জী এই স্বাহা শব্দের ব্যাখ্যা নিরুক্ত অনুযায়ী, নিজ লঘু পুস্তক পঞ্চমহাযজ্ঞবিধিতে সন্ধ্যোপাসনার "চিত্রংদেবানামুদগাদনীকম্.... ।" এই মন্ত্রের অন্তে থাকা স্বাহা পদ নিয়ে করেছেন এবং মহর্ষি জী বেদভাষ্যেও যেখানে-যেখানে স্বাহা শব্দ এসেছে সেখানে-সেখানে করেছেন। এখানে প্রথমে পঞ্চমহাযজ্ঞবিধিতে করা ব্যাখ্যা দেখি–

"স্বাহা অথাত্র স্বাহাশব্দার্থে প্রমাণম্ নিরুক্তকারা আহুঃ- স্বাহাকৃতয়ঃ স্বাহেত্যেতৎসু আহেতি বা, স্বা বাগাহেতি বা, স্বং প্রাহেতি বা, স্বাহুতং হবির্জুহতীতি বা, তাসামেষা ভবতি। - নিরু. অ. ৮/খং ২০ ॥"

"স্বাহাশব্দস্যায়মর্থঃ- (সু আহেতি বা) সু সুষ্ঠু কোমলং মধুরং কল্যাণকরং প্রিয়ং বচনং সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ সদা বক্তব্যম্। (স্বা বাগাহেতি না) যা স্বকীয় বাগ্ জ্ঞান মধ্যে বর্ত্ততে, সা যদাহ তদেব বাগিন্দ্রিয়েণ সর্বদা বাচ্যম্। (স্বং প্রাহেতি বা) স্বং স্বকীয় পদার্থং প্রত্যেব স্বত্বং বাচ্যম্ ন পর পদার্থং প্রতি চেতি। (স্বাহুতং হ.) সুষ্ঠুরীত্যা সংস্কৃত্য সংস্কৃত্য হবিঃ সদাহোতব্যমিতি স্বাহাশব্দস্যপর্য্যায়ার্থাঃ স্বমেব পদার্থ প্রত্যাহ বয়ং সর্বদা সত্যং বদাম ইতি, ন কদাচিৎ পর পদার্থ প্রতি মিথ্যা বদেমেতি ।" – পঞ্চমহাযজ্ঞবিধি

অর্থাৎ – ১. যে ক্রিয়ার দ্বারা সুন্দর মধুর কল্যাণকর শব্দ বা বচন বলা হয়, ২.নিজ বাণী দ্বারা সেই বচনই বলা যা হৃদয়ে আছে, ৩.নিজ পদার্থকেই নিজের বলা অপরের পদার্থের প্রতি লোভ না করা, ৪.সুসংস্কৃত হবি সত্যবাণী, সত্য-আচরণযুক্ত ক্রিয়া, ত্যাগ এবং সুখকারী ক্রিয়া, সুসংস্কৃত হবি প্রদানের ক্রিয়া, প্রশংসাযুক্ত বাণী, নিজ পদার্থের প্রতি সদা সত্য বলা এবং অপরের পদার্থের প্রতি কখনো মিথ্যাভাষণ না করা আদি স্বাহা শব্দের অর্থ। নিঘণ্টুতে বাক্ কে স্বাহা বলা হয়েছে।

পৌরাণিকরা এই স্বাহা শব্দের এত মহত্ত্বপূর্ণ অর্থ বাদ দিয়ে নিজ কাল্পনিক কথা অনুসারে অর্থ করে। ভাগবত পুরাণ অনুসারে 'স্বাহা' দক্ষ কন্যা এবং অগ্নির পত্নী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড, স্বাহোপাখ্যান নামক অধ্যায়ে স্বাহার উৎপত্তি আদির বিস্তৃত বর্ণন প্রাপ্ত হয়।

স্বাহা দেবহবির্দানে প্রশস্তা সর্বকর্মসু।
পিণ্ডদানে স্বধা শস্তা দক্ষিণা সর্বতো বরা ॥১
প্রকৃতেঃ কলয়া চৈব সর্বশক্তিস্বরূপিণী ।
বভূব বাবিকা শক্তিরগ্নে স্বাহা স্বকামিনী ॥২

ঈষদ্ হাস্যপ্রসন্ননাস্যা ভক্তানুগ্রকাতরা।
উবাচেতি বিধেরগ্রে পদ্মযোনে । বরংশ্রুণু ॥৩
বিধিস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সম্ভ্রমাৎ সমুবাচ তাম্ ॥৪
ত্বমগ্নের্দাহিকা শক্তির্ভব পত্নী চ সুন্দরী ।
দগ্ধুং ন শক্তস্ত্বকৃতী হুতাশশ্চ ত্বয়া বিনা ॥৫
তন্নামোচ্চার্য মন্ত্রান্তে যো দাস্যতি হবির্ণরঃ ।
সুরেশ্যস্তৎ প্রাপ্নুবন্তি সুরাঃ স্বানন্দপূর্বকম্ ॥৬

পুরাণের এই শ্লোকসমূহে 'স্বাহা' কে এক স্ত্রী রূপে দেখানো/বুঝানো হয়েছে। তাহাকে অগ্নির পত্নি বলা হয়েছে, যেমন অন্য দেবীদের স্তুতি পুরাণে দেখা যায় এই শ্লোকসমূহেও স্বাহা রূপ অগ্নির পত্নীর স্তুতি করা হয়েছে। উপরে যে সত্য শাস্ত্রোক্ত অর্থ লিখেছি তা হইতে এই পৌরাণিক মান্যতা সর্বথা ভিন্ন ও অবৈদিক।

মহর্ষি দয়ানন্দজীর বেদভাষ্য ও অন্য গ্রন্থে স্বাহা অর্থ প্রায় তেষট্টি (৬৩) স্থানে এসেছে যা শাস্ত্র সম্মত। অত্র মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী দ্বারা কিছু অন্য স্থানে করা 'স্বাহা' পদের অর্থ লিখতেছি-

"সত্যভাষণযুক্তা বাক্, যচ্ছোভনং বচনং সত্যকথনং, স্বপদার্থান্ প্রতি মমত্বচো, মন্ত্রোচ্চারণেন হবনং চেতি স্বাহা-শব্দার্থা বিজ্ঞেয়াঃ।" - (যজুর্বেদ-২/২)

যাহা সত্যভাষণযুক্ত বাণী, ভ্রমোচ্ছেদনকারী সত্য কথন, নিজেরই পদার্থের প্রতি মমত্ব অর্থাৎ নিজ বস্তুকেই নিজের বলা এবং মন্ত্রোচ্চারণ করে হবন আহুতি দেওয়া এইসব 'স্বাহা' শব্দের অর্থ।

"সুষ্ঠু জুহোতি, গৃহণাতি, দদাতি যপা ক্রিয়যা তথা, সুশিক্ষিতয়া বাচা, বিদ্যাপ্রকাশিকয়া বাণ্যা সত্যপ্রিয়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট্যাবাচা ।" - (যজু-৪/৬)

যে ক্রিয়ার দ্বারা উত্তমপ্রকারে গ্রহণ করা ও দেওয়া হয়, সুশিক্ষা যুক্ত, বিদ্যা প্রকাশকারী, সত্য এবং প্রিয়তা রূপী গুণযুক্ত বিশিষ্ট বাণী দ্বারা যে ক্রিয়া করা হয় তাহাকে স্বাহা বলা হয়।
"পুষ্টায়াদি কারক ঘৃতাদি উত্তম পদার্থসমূহ হোম করা।" স.প্র.

'সত্যমানং, সত্যভাষণং সত্যাচরণং সত্যবচনশ্রবণশ্চ" –ঋ. ভা. ভূ.।
সত্য গ্রহণ করা, সত্যভাষণ করা, সত্যের আচরণ করা এবং সত্যবচন শ্রবণ করা।

'জৈসা হৃদয় মেং জ্ঞান বৈসা বাণী সে ভাষণ।
–আর্যাভিবিনয়

এইসব মহর্ষির করা স্বাহা শব্দের অর্থ। অধিক জানার জন্য মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীকৃত যজুর্বেদ ভাষ্য ও শতপথ আদি গ্রন্থের অধ্যয়ন করুন। অলম্

স্বামী দর্শনানন্দ সরস্বতী

ব্রতধারী, আর্য সাহিত্যের অভিবৃদ্ধিকারী স্বামী দর্শনানন্দ সরস্বতী জীর জন্ম - মাঘ কৃষ্ণা ১০ সংবৎ ১৯১৮ বি. লুধিয়ানা জেলার এক গ্রামে হয়েছিল। স্বামীজীর পূর্বনাম ছিল প. কৃপারাম। তাঁর পৈতৃক জীবিকার সাধন ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল, কিন্তু প.কৃপারামজীর এর মধ্যে মননিবেশ না হওয়ায়, গৃহ ত্যাগ করে কাশী চলে যান। সেখানে পণ্ডিত হরিনাথ (সন্যাস নাম স্বামী মনীষ্যানন্দ) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কাশী নিবাসকালে প. কৃপারাম অনুভব করেন যে সেই বিদ্যাক্ষেত্রে থেকে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত শিষ্যজনের শাস্ত্রগ্রন্থ সুলভে উপলব্ধ হয়না। তাদের এই কাঠিন্যতা দূর করার জন্য তিনি কাশীতেই স্ব ব্যয় দ্বারা 'তিমিরনাশক' প্রেসের স্থাপনা করেন এবং শাস্ত্র গ্রন্থ স্বল্প মূল্যে নিয়ে আসেন। তিনি -
সামবেদ মূল, অষ্টাধ্যায়ী, মহাভাষ্য তথা কাশিকা বৃত্তি, বৈশেষিক উপস্কার, ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়ন ভাষ্য, সাংখ্য দর্শন বিজ্ঞানভিক্ষু প্রবচন ভাষ্য এবং অনিরুদ্ধ বৃত্তি, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র, মূল ঈশাদিদশোপনিষৎসংগ্রহ (১৮৮৯), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল, অন্নংভট্টের তর্ক-সংগ্রহ মূল, তর্ক-সংগ্রহের ন্যায়বোধিনী টীকা, অন্নপূর্ণাষ্টক স্তোত্র, শব্দ-রূপাবলী, মীমাংসাদর্শন মূল, বাদরায়ণকৃত শারীরক সূত্র শঙ্করানন্দকৃত বৃত্তি সহিত (১৯৪৫ বি.) প্রকাশ করেছেন।

তখনপর্যন্ত তিনি আর্য সমাজের সম্পর্কে এসে আর্য সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেন। ১৮৯৩ হইতে ১৯০১ পর্যন্ত তিনি উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বৈদিক ধর্মের প্রচার করেন। ১৯০১ সনে শান্ত স্বামী অনুভবানন্দ জীর নিকট সন্যাস দীক্ষা নিয়ে প. কৃপারাম হইতে স্বামী দর্শনানন্দ নাম ধারণ করেন। তিনি নিজ জীবনকালে - পৌরাণিক, জৈন, খ্রিষ্টান তথা মুসলিম [অ]ধর্মাচার্যদের সাথে অনেক শাস্ত্রার্থ করেছেন। অনেক স্থানে গুরুকুল স্থাপনাও করেন তথা অনেক পত্র প্রকাশ করেন। ১১মে ১৯১৩ সনে স্বামীজীর দেহান্ত হয়ে যায়।

লে.কা.– স্বামীজী ১৮৯৬ সনে এক নিয়ম ধারণ করেন যে তিনি প্রতিদিন ১টি আর্টিকেল লিখবেন এবং এই নিয়ম বর্ষ পর্যন্ত চলতেই থাকে। পণ্ডিত নরদেব শাস্ত্রীর মতে সেই আর্টিকেলের সংখ্যা ২৫০। এই সকল আর্টিকেল একত্র করে **'দর্শনানন্দ গ্রন্থ সংগ্রহ'** নামে প্রকাশিত হয়। মূলত এই আর্টিকেল উর্দু ভাষায় ছিল পরবর্তীতে তা হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

স্বামীজীর অন্য গ্রন্থসমূহ –

১.সাংখ্যদর্শন ভাষ্য
২.ন্যায়দর্শন ভাষ্য
৩.বৈশেষিক দর্শন ভাষ্য
৪.বেদান্তদর্শন (ব্রহ্মসূত্র) ভাষ্য (অপূর্ণ)

এই ভাষ্যগুলোকে উর্দু হইতে হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করেছেন পণ্ডিত গোকুলচন্দ্র দীক্ষিত জী।

৫.ঈশোপনিষদ্, কেনোপনিষদ, কঠোপনিষদ্, মুণ্ডকোপনিষদ্, মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ এর প্রশ্নোত্তর পূর্বক শঙ্কা-সমাধান শৈলীতে ভাষ্য। [অনুবাদ করেছেন মাস্টার অবধবিহারীলাল চাঁদপুরী]

৬.মনুস্মৃতি তথা গীতা টীকা।

স্বামীজী ইসলাম ও জৈন আদি মতের খণ্ডণ মূলক অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। যেমন –

ইসলাম বিষয়ক সমীক্ষাত্মক গ্রন্থ–

১.কুরান কী ছানবীন

২.অকায়দ ইসলাম পর অকলী নজর (৮ ভাগ)

৩.বৈদিক ধর্ম ঔর অহলে ইসলাম কে অক়ায়দ কা মুকাবলা

৪.অহলে ইসলাম কে বেদোং পর নাজায়জ হমলে

৫.কুরান কী জান বেদ কা এক মন্ত্র হৈ

৬.শৈতান

৭.ময়ারে সদাক়ত

৮.জবাব রদ্দে তনাসুখ

৯.প্রশ্নোত্তর অহলে ইসলাম

১০.নিয়োগ ঔর উসকে দুশমন

১১.প্রশ্নোত্তর মৌলবী নবন্দঅলী

১২.ইসলাম মেং নজাত কী বাকফিয়ত

১৩.ইসলাম নজাত মুমতনে উল্বাবজূদ ।

জৈনমত সমীক্ষাত্মক গ্রন্থ–

১.জৈনিয়োং কা জীব

২.জৈনিয়োং কি মুক্তি

৩.স্যাদ্বাদ-সমীক্ষা

৪.জৈন ভ্রান্তিনিবারণ

৫.জৈনী পণ্ডিতোং কে প্রশ্নোত্তরোং কি সমীক্ষা

৬.ঈশ্বর কতৃত্ব সমীক্ষা

৭.জৈনী পণ্ডিতোং সে প্রশ্ন

৮.ভূমণ্ডল কে সমস্ত আর্যোং কে সমক্ষ কমণ্ডল সমান সরাবগিয়োং কে প্রতি প্রশ্নোত্তর

৯.আত্মারাম জৈনী কি পোল

১০ জৈনমত সমীক্ষা

খ্রিষ্টান মত বিষয়ক আলোচনাত্মক গ্রন্থ–

১.ঈসাঈ মত কে বিদ্বানোং সে প্রশ্ন

২.ঈসাঈ মত খণ্ডন

৩.পাদরী সাহব ঔর রামদাস

৪.ঈসাঈমত পরীক্ষা

৫.পাদরিয়োং কো চুনৌতী

৬.মসীহী মজহব কে নিয়মোং পর অক্লী নজর

৭.ভোংদু জাট ঔর পাদরী সাহব কা শাস্ত্রার্থ

৮.ঈসাঈ মত মেং মুক্তি অসম্ভব হৈ

অন্যান্য লঘু পুস্তিকা–

১.গঞ্জে আজাদী, (১৮৭৯) উর্দুতে লিখা প্রথম পদ্যাত্মক পুস্তক

২.মূর্খতা (১৮৮৭)

৩.নৌজবানোং উঠো (১৮৯২)

৪.উন্নীসবীং সদী কা সচ্চা বলিদান - পণ্ডিত লেখরামজীর বলিদান নিয়ে লিখনী।

৫.হম নির্বল ক্যোং হৈং? (১৯০০) [আমরা নির্বল কেন?]

৬.ক্যা ধর্মসভা আর্যসমাজ সে শাস্ত্রার্থ কর সকতী হৈ

৭.ধর্মসভা সে ৬৪ প্রশ্ন

৮.বেসমঝোং কে স্বামী দয়ানন্দ পর ঝুঠে ইল্জাম

৯.অঙ্গ্রেজী তালীম যাফ্তাওং মেং বৈদিক ধর্ম কে প্রচার কা আসান তরীকা

১০. আর্য ধর্ম সভা (১৮৮৯)

১১. ক্যা সংস্কৃত মৃত ভাষা হৈ ? (১৯০৪)

১২. ভারত কা দুর্ভাগ্য

১২. 'প্রকাশ' কে নাম খুলী চিট্ঠী

১৪ অক্ল কা অজীরণ

১৫. সময় কা প্রবাহ তথা সফলতা

১৬. মুন্শী- রামজী কী আখিরী ভেন্ট (১৯১০)

১৭. আর্যসমাজ ক্যোং কমজোর হৈ

১৮. নিঃশুল্ক শিক্ষা (মুফ্ত তালীম)

১৯. প্রাচীন ঔর নবীন শিক্ষা প্রণালী কী তুলনা

২০. জগন্নাথ লীলা

২১.জগন্নাথ কা বেসুরা প্রলাপ-- মুরাদাবাদ নিবাসী আর্যসমাজ কে কটু আলোচক মুন্শী জগন্নাথ দাস কে মন্তব্যোং কা খণ্ডন

২২.দেবসমাজ সে প্রশ্ন

২৩.গুরুকুল, গুরু শিক্ষা।

স্বামীজীর কথাত্মক পুস্তিকা–

১. সত্যব্রতী মহানন্দ,

২. ধর্মবীর (উপন্যাস),

৩. ক্ষমাচন্দ্রোদয় (উপন্যাস),

৪. কথা পচ্চীসী (লঘু কথাওং কা সঙ্গ্রহ ১৯৬৯),

৫. চাণ্ডাল চৌকড়ী (আর্যসমাজ কে আন্তরিক কলহ — গুরুকুল ঔর কালেজ দল কে পারস্পরিক বিবাদ পর লিখা গয়া উপন্যাস),

৬. বিচিত্র ব্রহ্মচারী ।

স্বামীজী বিবিধ বিষয়ে অসংখ্য পুস্তক লিখেছেন। স্বামী দর্শনানন্দের বইগুলি প্রধানত নিম্নলিখিত প্রকাশকদের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল –

১.বজীরচন্দ্র শর্মা দ্বারা সঞ্চালিত বৈদিক পুস্তকালয় লাহৌর

২.প. শঙ্করদত্ত শর্মা দ্বারা সঞ্চালিত বৈদিক পুস্তকালয় মুরাদাবাদ

৩.স্বামীজী কে অনুজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ দ্বারা সঞ্চালিত দর্শনানন্দ টেক্স্ট সোসাইটী

৪.প্রেম পুস্তকালয় বরেলী

৫.গুরুকুল মহা- বিদ্যালয় জ্বালাপুর

৬.দয়ানন্দ বেদ প্রচারক মিশন নাহৌর

৭.ভাস্কর পুস্তকালয় কনখল

৮.রাজপাল এণ্ড সন্স দিল্লী

৯. দর্শনানন্দ গ্রন্থাগার মথুরা

১০.আর্যপ্রকাশ পুস্তকালয় আগরা

১১. গোবিন্দরাম হাসানন্দ দিল্লী

১২. দেহাতী পুস্তক ভণ্ডার দিল্লী

১৩. মধুর প্রকাশন দিল্লী আদি।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

বিষয় - ধর্ম

১.প্রশ্ন- ধর্ম কাকে বলে?

উত্তর : উত্তম কর্মের আচরণ করাই ধর্ম। এর দ্বারা মনুষ্যের উন্নতি হয়। ধর্ম দ্বারাই মনুষ্যসমাজ ধারণ ও রক্ষণ হয়। ধর্মাচরণ দ্বারাই মনুষ্য উত্তম সুখ প্রাপ্ত হয়।

২.প্রশ্ন- ধর্ম শব্দের অর্থ কি?

উত্তর : **'ধর্ম'** শব্দ কেবল এক সীমিত অর্থে প্রয়োগ হয়না।**'ধর্ম'** শব্দের বিবিধ এবং ব্যাপক অর্থ। ধর্ম শব্দের সব থেকে ব্যাপক অর্থ, ব্যাকরণগত মূল ধাতু **'ধৃ'** এর উপর আশ্রিত। **'ধৃ'** অর্থ ধারণ করা। **'ধৃ'** ধাতু দ্বারা নির্মিত হওয়ায় ধর্ম শব্দের অর্থ ধারণকারী। গুণ ও লক্ষণ ধারণ করা ধর্মের অভিপ্রায়। মহাভারতে ঋষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন -

ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুধর্মেণ বিধৃতা প্রজাঃ।
যঃ স্বাদ্ ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥

(মহা০-শান্তিপর্ব-১০৯/১১)

অর্থাৎ ধর্ম সব-কিছুকেই ধারণ করে এইজন্য ধর্মের নাম "ধর্ম", অধগতি প্রাপ্তি থেকে বাঁচায় এবং জীবন রক্ষা করে। ধর্মই সকল প্রজাকে ধারণ করে আছে; অতঃ যা দ্বারা ধারণ ও পোষণ সিদ্ধ হয়, তাহাই ধর্ম ; এরূপ ধর্মবেত্তাদের নিশ্চয়।

যে বচন বা রীতি-রেওয়াজ দ্বারা মনুষ্যের মধ্যে ভেদভাব উৎপন্ন হয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা হয় তাহা ধর্ম বলিয়া মান্য করা ভুল।

৩.প্রশ্ন- ধর্মের মান্য লক্ষণগুলো কি কি যা সকল মনুষ্যের ধারণ করা উচিৎ?

উত্তর : মনুস্মৃতিতে উল্লেখিত, মহর্ষি মনু ধর্মের দশটি লক্ষণ বলিয়াছেন। যথা -

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোSস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যাসত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম লক্ষণম্ ॥

(মনুসংহিতা ৬/৯২)

১.প্রথম লক্ষণ - (ধৃতিঃ) সর্বদা ধৈর্য্য অবলম্বন করা;
২.দ্বিতীয় লক্ষন - (ক্ষমা) নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান এবং হানি-লাভাদি দুঃখের মধ্যেও সহিষ্ণু থাকা;
৩.তৃতীয় - (দমঃ) মনকে সর্বদা ধর্মে রত এবং অধর্ম হইতে বিরত রাখা অর্থাৎ অধর্ম করিবার ইচ্ছাও মনে উদিত না হওয়া;
৪.চতুর্থ - (অস্তেয়ম্) চৌর্য্যত্যাগ অর্থাৎ অনুমতি ব্যতীত ছল, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা বা অন্য কোন কার্য্য বা বেদবিরুদ্ধ উপদেশ দ্বারা পরপদার্থ গ্রহণ করাকে চৌর্য বলে এবং চৌর্য্য পরিত্যাগ করাকেই সাহুকারী

বলে,

৫.পঞ্চম - (শৌচম) রাগ, দ্বেষ এবং পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের জল, ও মৃত্তিকা মার্জ্জনাদি দ্বারা বাহিরের পবিত্রতা রক্ষা করা ;

৬.ষষ্ঠ - (ইন্দ্রিয় নিগ্রহঃ) ইন্দ্রিয় সমূহকে অধর্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্বদা ধর্মপথে পরিচালনা করা;

৭.সপ্তম - (ধীঃ) মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য বুদ্ধিনাশক পদার্থ, কুসংসর্গ, আলস্য এবং প্রমাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পদার্থ সেবন এবং সৎসঙ্গ ও যোগাভ্যাস দ্বারা বুদ্ধির উন্নতি সাধন ;

৮.অষ্টম – (বিদ্যা) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্যন্ত (যাবতীয় পদার্থের) যথার্থজ্ঞান এবং ঐ পদার্থ সমূহের দ্বারা যথোচিত প্রয়োজনের সিদ্ধি, আত্মায় যেরূপ সেইরূপ মনে, যেরূপ মনে সেইরূপ বাক্যে যেরূপ বাক্যে সেইরূপ কর্মে আচরণ করাকে বিদ্যা বলে, ইহার বিপরীত অবিদ্যা ;

৯.নবম - (সত্যম্) যে পদার্থ যেরূপ তাহাকে সেইরূপ মনে করা, সেইরূপ বলা এবং সেইরূপ করা ;

১০.দশম - (অক্রোধঃ) ক্রোধাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি প্রভৃতি গুণগ্রহণ--এই গুলি ধর্মের লক্ষণ। এই দশ লক্ষণ বিশিষ্ট পক্ষপাত রহিত ন্যায়াচরণরূপ ধর্ম সকলের ধারণ করা উচিৎ।

৪.প্রশ্ন- ধর্মের জ্ঞান কিভাবে হয়?

উত্তর : বেদ, ঋষিকৃত গ্রন্থ এবং মহাপুরুষদের আচরণ দ্বারা।

মীমাংসা শাস্ত্রের কর্ত্তা ঋষি জৈমিনি বলেছেন - **"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ"** (১/১/২) অর্থাৎ বেদবিহিত কর্মই ধর্ম। মহাভারতে ভগবান শিব বলেছেন –

বেদোক্তঃ পরমো ধর্মঃ স্মৃতিশাস্ত্রগতোঽপরঃ।
শিষ্টাচীর্ণেঽপরঃ প্রোক্তস্ত্রয়ো ধর্মাঃ সনাতনাঃ ॥

(অনুশাসন পর্ব- ১৪১/৬৫)

অনুবাদঃ- প্রথমেই বেদোক্ত ধর্ম, যা সব থেকে উৎকৃষ্ট (শ্রেষ্ঠ) ধর্ম। দ্বিতীয় বেদানুকূল স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত - স্মার্তধর্ম এবং তৃতীয় শিষ্ট পুরুষের আচরিত ধর্ম (শিষ্টাচার) এই তিনই সনাতন ধর্ম ।

নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে - **"শ্রুত্বা ধর্মং বিজানাতি"** (চাণক্যনীতি - ৬/১) অর্থাৎ মনুষ্য বেদাদি শাস্ত্র শ্রবণ করে ধর্মের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়।

৫.প্রশ্ন- অধর্ম কাকে বলে?

উত্তর : পাপ,পক্ষপাত,অন্যায়,হিংসা,অসত্যাচরণাদি ঈশ্বরাজ্ঞা ভঙ্গ করাকে অধর্ম বলা হয়।

৬.প্রশ্ন- ধর্ম এবং মতবাদের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : বৈশেষিক শাস্ত্রকার মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন যে -

যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ ॥ (বৈশেষিক দর্শন– ১/১/২)

সূত্রার্থঃ- (যতঃ) যা দ্বারা (অভ্যুদয়) এই সংসারের [বিশ্বের] উন্নতি এবং (নিঃশ্রেয়স) মোক্ষ (সিদ্ধিঃ) সিদ্ধি

হয় (স ধর্মঃ) তাকে ধর্ম বলা হয়।
অর্থাৎ যা দ্বারা বিশ্বের উন্নতির সহির শান্তি এবং উত্তম আনন্দ প্রাপ্তি হয় তাহাই ধর্ম।

মতবাদ হলো মনুষ্যের মনগড়াভাবে বানানো রীতি-রেওয়াজ বা মান্যতা।

৭.প্রশ্ন- বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয় কেন?

উত্তর : অজ্ঞান,অবিদ্যা,স্বার্থ ও ঘটনা বিশেষের কারণে।

৮.প্রশ্ন- বিভিন্ন মতবাদ কি হানিকর?

উত্তর : হ্যাঁ! পরস্পর বিরোধ হয় যার জন্য সাম্প্রদায়িক দোষ উৎপন্ন হয় এবং রাষ্ট্র বিঘটন হয়।

৯.প্রশ্ন- বিভিন মতপথ কি এক হওয়া সম্ভব?

উত্তর : হ্যাঁ! সত্যকে গ্রহণ এবং অসত্যকে ত্যাগ দ্বারা সম্ভব।

১০.প্রশ্ন- সত্যের নির্ণয় কিভাবে হয়?

উত্তর : সত্য তাহাই হয়, যা - (ক) বেদানুকূল হয়। (খ) সৃষ্টি নিয়মানুকূল হয়। (গ) আত্মানুকূল হয়। (ঘ)আপ্তবচন হয়। (ঙ) প্রমাণসিদ্ধ হয়।

অমৃতস্য পুত্রাঃ দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকা-

১.বর্ণোচ্চারণ শিক্ষা

২.পুরাণ বিমর্শ

প্রকাশিতব্য–

১.বৈদিক সিদ্ধান্ত বিমর্শ

২.বৈদিক শিশুপাঠ

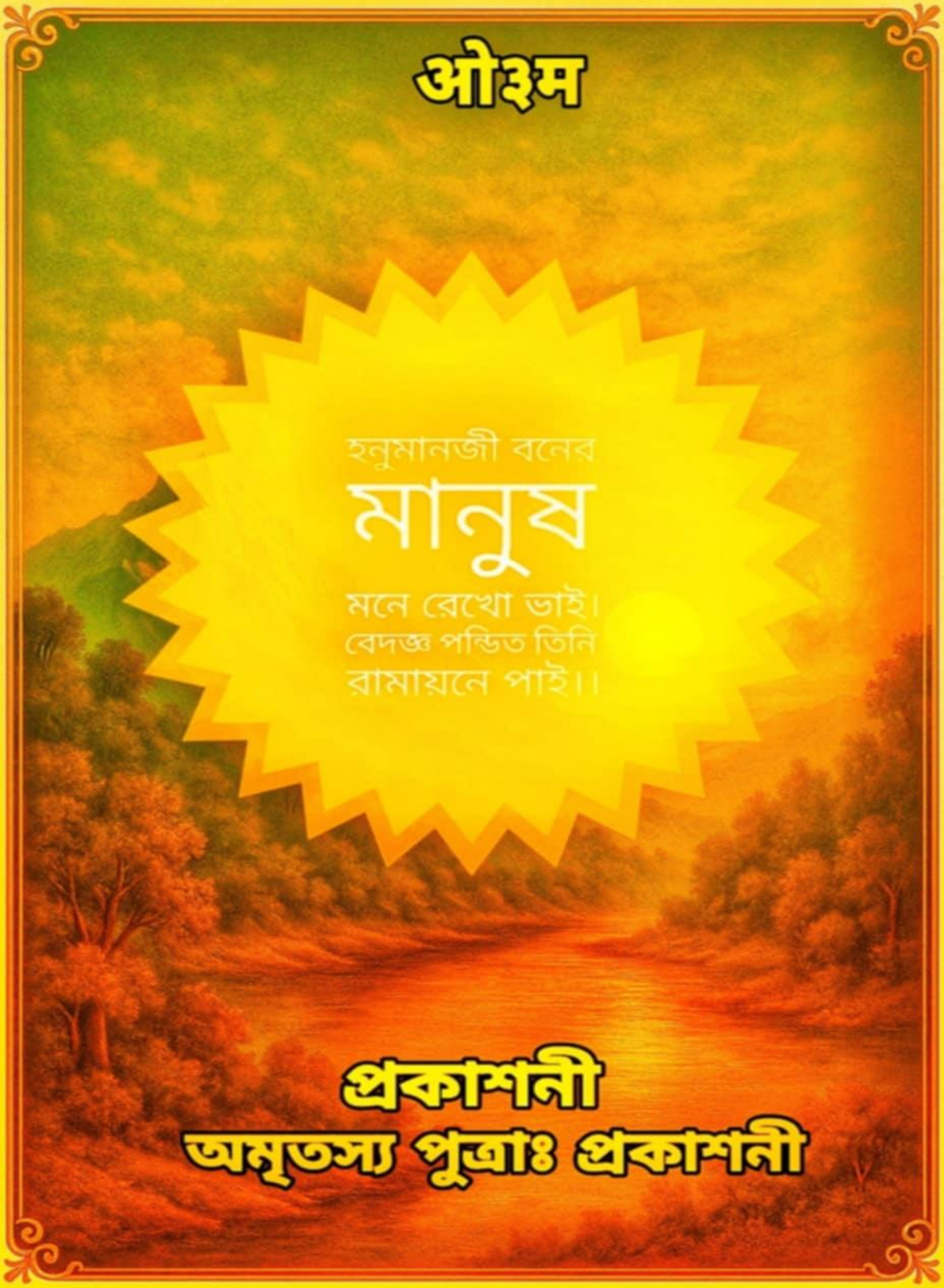
ও৩ম
হনুমানজী বনের
মানুষ
মনে রেখো ভাই।
বেদজ্ঞ পন্ডিত তিনি
রামায়নে পাই।।
প্রকাশনী
অমৃতস্য পুত্রাঃ প্রকাশনী